বেণুবন

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী

(প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ)

আর্য্য-সাহিত্য-ভবন
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা
১৩৩৬

প্রকাশক—
শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ
বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা

দাম পাঁচ সিকা]

মুদ্রাকর—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র
কালীতারা প্রেস
১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)

ভূমিকা

কথা ও অর্থ কাব্যের রক্তমাংস কিন্তু তার প্রাণ হচ্ছে দরদ্। সে দরদ্‌টুক্ কি জিনিষ তা নিয়ে অনেক পণ্ডিতি তর্ক আছে। কেউ বলে সেটা বাঁকা ইঙ্গিত, কেউ বলে সেটা কথার ঢঙ্, কেউ বলে সেটা রস। তর্কের জালে বাক্‌সরোবর ঘুলিয়ে উঠেছে কিন্তু তার দরদ্‌টুকু ধরা পড়েনি। ভাষায়, ছন্দে, অর্থে, বিষয়ে মিলে কেমন করে যে এই অলৌকিক দরদ্‌টুকু ফুটিয়ে তোলে, তা কেউ কথায় বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারে না, বুদ্ধিতে ধর্‌তে পারে না, শুধু কবির প্রাণ তার ইঙ্গিত করে। সে ইঙ্গিত কবির মুখ দিয়ে আপনাকে আপনি প্রকাশ ক'রে তোলে। সে ইঙ্গিতের বীজ কোথায় আমরা জানি না, গাছ কোথায় আমরা জানি না, শুধু সে যে ফুল হ'য়ে ফোটে তার নিশানা পাই কবিমুখনিঃসৃত ছন্দোময় পুষ্পবর্ষণে।

সে মায়ামুরতি কি কহিছে বাণী,
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি,
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।
এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর-বিদারণ।
নূত্য ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চ'লে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এসেছে কাহার বারতা
কারে বুঝাবার তরে।

দরদ্ একটা স্বতন্ত্র জিনিষ, সে শুধু রস নয়, কথার ঢঙ্ নয়, বাঁকা ইঙ্গিত নয়, সে আপনাকে আপ্নি কবির মানস-সরোবরে ফুটিয়ে তোলে।

এ দরদ্ বোঝে কে? জ্ঞানী, ধনী, তার্কিক পণ্ডিত, ভাষাবিদ্, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক নয়, এ দরদ্ বোঝে দরদী। কবির ভিতর থেকে যে দরদ্ আপনাকে ফোটায়, তার সুগন্ধটুকু ফোটে গিয়ে দরদীর আনন্দাকাশে। কবির দরদ্ নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ নয়, সমজদারের দরদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অরূপী দরদ্ রূপময় সুষমাময় হ'য়ে ওঠে। কবির দরদের রূপ থাক্‌লেও সে দরদ্ এই হিসাবে অরূপী যে সমজদারের দরদের বৈচিত্র্যে তার রূপের পরিবর্ত্তন হয়। শুধু কবিকে নিয়ে কাব্য প্রাণ পায় না, তাই সে দরদী পাঠকের বুকের ছোঁয়ার কাঙাল। কবির কাব্যে অর্থ শুধু কবির কথায় নাই, দরদী পাঠকের বুকের আলিঙ্গনে, আনন্দের নানা বৈচিত্র্যে সে অর্থময় হ'য়ে ওঠে।

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার
দেখে তুমি হাস বুঝি?

তাই কবি ও কাব্যরসিকের মধ্যে কাব্যব্যাখ্যাতার কোনও স্থান নাই। কাব্যব্যাখ্যাতা যা পড়ে তা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, স্বতন্ত্র চিন্তাপদ্ধতি। সেই জন্য কোনও কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে যাওয়া অনধিকারচর্চ্চা; হাত দিয়ে যেমন গন্ধ দেখিয়ে দেওয়া যায় না, কথা দিয়ে তেমনি সৌন্দর্য্য বোঝান যায় না। শ্রীযুক্ত বেণোয়ারীলাল গোস্বামী সুধীসমাজে সুপরিচিত, তাঁহাকে পরিচিত করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। তাঁহার জীবনে যে মঞ্জরীটি ফুটেছে, তার কি গন্ধ, সেটি যূঁই, কি বেলা, কি চামেলী, কি একটি নূতন ফুল, সে বিচার আগে থেকে ক'রে দিয়ে কবির কাব্যকে খাট করবার গুরুপাপ আমি স্কন্ধে নিতে চাই না। সেটিতে দরদী পাঠকের চিত্তে যে গন্ধটুকু ছড়িয়ে পড়বে, সেইখানেই এই কাব্যের যথার্থ পরিচয়।

১লা বৈশাখ, ১৩৩৬ } শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

প্রকাশকের নিবেদন

পরম পূজনীয় আচার্য্যদেব কবিবর শ্রীযুক্ত বেণোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয়ের এই কাব্য-গ্রন্থখানির প্রকাশের ভার পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছি।

গুরুর নিকট যাহা কিছু শিখিবার সৌভাগ্য হয়, তাহার উপযুক্ত দক্ষিণা দিবার সাধ্য খুব অল্পসংখ্যক শিষ্যেরই হইয়া থাকে—এবং আমি সে দক্ষিণাদানের উপযুক্ততা অর্জ্জন করিয়াছি এমত কথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাখি না।

তবে তাঁহার শেষ বয়সের এই অযাচিত করুণার স্মৃতি চিরদিন মনে জাগরূক থাকিবে।

আচার্য্যদেবের জীবনের উৎস শুকাইয়া উঠিল, কিন্তু তাঁহার কাব্য-নির্ঝরিণী আজও খরস্রোতা। তাঁহার জীবন অক্ষয় নহে, কিন্তু পুণ্যলিখনী তাঁহার বাংলা-সাহিত্যের বিগত যুগের সাক্ষী হইয়া অমর হইবে ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। ইতি

বঙ্গবাসী কলেজ
কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ১৩৩৬

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী-পত্র



শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী

মঞ্জরী

মঞ্জরী

ব্রহ্মপুত্রে

[দশম বর্ষের শিশু দেশ-অনুরাগে
তিতিক্ষায় করুণায় ছিল মহাপ্রাণ,
মন্দার-সৌরভ ভরা তার সে মমতা—
অসূয়া-বিহীন চিত্ত ; শিরায় শিরায়
নিরাবিল রক্তধারা বহিত সতত,
সে যে রে সবারই ছিল, যে দেখিত তাকে
সেই তারে ভালবেসে করিত সোহাগ।
সাথে লয়ে রাখিতাম, শিখাতাম তারে,
মানুষে বাসিতে ভাল, শিখাতাম তারে—
ভোগে শুধু হাহাকার, ত্যাগে মহাসুখ।

শিখাতাম সান্ত এই বালুকণা-মাঝে
অনন্ত লুকায়ে আছে সূক্ষ্মদেহ ধরি ;
তিনি রূপ, তিনি রস, তিনিই চেতনা,
শুধুই চৈতন্য নন—জড়ও বটে তিনি।

সাথে ছিল আসামেতে ছিলাম যখন
পিতাপুত্র দুইজন, সুন্দর প্রদোষে
লীলায়িত ব্রহ্মপুত্র-সৈকতে বসিয়া
অবাধে সৌন্দর্য্য-সুধা করিতাম পান।

প্রেম-ঢালা প্রাণ-ঢালা তরঙ্গের খেলা
দেখিতাম দুই জনে লোলুপ নয়নে ;
মুঠি মুঠি মণিরাশি নৃত্যপরায়ণ
নদবক্ষে নিক্ষেপিত মুগধ প্রদোষ।

নয়নের অভিরাম ব্রহ্মপুত্র ছবি
এখনও অঙ্কিত প্রাণে, তুমি কোথা বল ?
বিস্মৃতির ঘর্ষণে ঘর্ষণে চিত্ত-মাঝে
কত মূর্ত্তি হয়েছে বিকট, শোভাহীন,
কত মূর্ত্তি এককালে গিয়াছে মুছিয়া।

মনে আছে এককালে বলেছিলে তুমি,
রচিতে কবিতা এক ব্রহ্মপুত্র লয়ে ;
তুমি নাই, প্রাণভরা কবিতা আমার
এই দেখ শোভিতেছে সাহিত্য-উদ্যানে।

শান্তি-ঢালা আঁখি-ভোলা,
বিমল তরঙ্গে দোলা
কি মাধুর্য্য হেরিলাম আজি দু'নয়নে !
বিশাল, বিস্তীর্ণ কায়
প্রজ্বলিত প্রতিভায়,
উছলিত হাসিরাশি প্রসন্ন আননে।
দাঁড়াইলে এই স্থানে,
দেবত্ব উপজে প্রাণে,
অতি দূরে মন হ'তে ক্ষুদ্রতা পালায় ;
সুখ-সৌন্দর্য্যের সার,
এমন দেখিনি আর,
দুই তীরে তরুকুল আনন্দ ছড়ায়।
সৈকতে নগেন্দ্রমালা
হরিত বরণে আলা,
পাদধৌত-পরায়ণ ব্রহ্মপুত্র পানে,

আশীর্যুক্ত চক্ষু দিয়া
রহিয়াছে নিরখিয়া,
এমন দেখিনি আর কভু দু'নয়ানে।
প্রতি তরঙ্গের কোলে
হর্ষে কৃতজ্ঞতা দোলে,
সুধীরে স্রোতস্বী গায় করুণার গান;
এই সঙ্গীতের মর্ম্ম
কেবল নিষ্কাম ধর্ম্ম,
নিঃস্বার্থে অপরে করা আপনারে দান।
হে দেব, হে শান্তিদায়ি,
মানুষ নহেক স্থায়ী,
বিগ্রহে আবদ্ধ প্রাণ সতত চঞ্চল।
শরীর তেয়াগি যবে
পরাণ বাহির হবে,
সেই দিন ক'রো প্রাণে তরঙ্গ নির্ম্মল।
নেচে নেচে দুলে দুলে
আনন্দে উঠিয়া ফুলে,
শ্যামল বনের শোভা করিব দর্শন,
প্রশান্ত হৃদয়ে তব
ঘুমে ঘোর হ'য়ে রব
এ প্রাণে আসিবে ছুটে সমুদ্র-স্বপন।

অমনি জাগিয়া উঠি
সদলে চলিব ছুটি',
ছুটির হরষ-রোলে সাগরের পানে।
সাগরের সংযোজন,
অসীমতা বিলোকন,
দিনরাত অবিশ্রাম জেগে রবে প্রাণে।
গাঢ় আলিঙ্গন যবে
সিন্ধুর সহিত হবে ;
পুলকে পর্ব্বত-কায় হইবে তখন,
সীমা হ'তে সীমান্তরে
বেড়াব হরষ ভরে,
আকাশ ভাবিবে মোরে নির্ম্মল দর্পণ।
হীরকে খচিত হেম
শশীর সহিত প্রেম,
সেই প্রেমে ভ'রে যাবে পরাণ আমার,
পূর্ণকল সুধাকরে
ভালবাসা প্রাণ ভ'রে
দান ক'রে প্রাণে পাব আনন্দ অপার।
চকোর মিটাতে ক্ষুধা
পিবে যে নির্ম্মল সুধা
এ প্রাণের ভালবাসা সে অমৃতে রবে,

নির্ম্মল নদীর কূলে
শিশিরে, পবনে, ফুলে,
ঝরিবে আমার প্রাণ নিশীথে নীরবে
করুণার নাহি শেষ
হে তরঙ্গি, দিব্য-বেশ,
চির নূতনতা তব অঙ্গের ভূষণ,
ইচ্ছা হয় তীরে তীরে
ভ্রমণ করিয়া ধীরে,
শেষ করি মায়ামুগ্ধ মানব-জীবন।

মদনগোপাল

চন্দনে চর্চ্চিত, মণ্ডনে মণ্ডিত,
অ[illegible]ঘন নবঘন-ভাতি,
সৌরভ-সেবিত, পুষ্প-বিনির্ম্মিত
অপরূপ মনোমদ কাঁতি।
কুটমল-কুঞ্চিত, কান্তি করম্বিত,
লোচিত মোহিত কেশ,
নয়ান নন্দিত, জগত বন্দিত,
নব পীতাম্বর বেশ।
লোচনে কজ্জল সোহন উজ্জ্বল,
ললিত ভাউনি তায়,
শিরসি শোভন মানস-মোহন
কেলি-শিখণ্ডক ভায়।
শ্যাম নটবর, অতসী কন্দল,
যৌবনে মারকমার,
শ্যামল কাননে মঙ্গল নর্ত্তনে
ছড়ায়ে সুস্বর ধার।

রাগ বিভাসিত, মন্দ তরস্মিত,
অধরে মৃদুল রাজে,
হাস বিকাশনে নীলিম গগনে
চান্দ মলিন হয় লাজে।
মোহি বৃন্দাবন, মুরলী-নিক্কণ,
সুর-নদী সায়রে ধায়,
লাবণি-আগর, রাধিকা সাগর
তরলিত যৌবন পায়।

* * * *

একি রূপ মরি মরি
হৃদয় মাতাল করি,
চম্পকবরণী গেল চলি।
সুবাসে মাতিল প্রাণ-অলি।
কি কহিব অঙ্গের লাবণি,
চারুতা-মাথান কোন মণি
দিঠি মিঠি হলাহলে
মাধুর্য্যে পরাণ জ্বলে,
মনে হয় সে লোল চাহনি,
কি জানি সে কেমন রমণী!

কিবা তার সরম বিলোল,
কিবা তার আঁখির হিল্লোল,
মোহমাখা সে ঈক্ষণ
যদবধি দরশন,
সোয়াথ গিয়াছে চলি দূর,
মহাশূন্যে প্রাণ ভরপূর।

কমলে বিজলি যেন ছানি
কোন বিধি গঠিল মু'খানি,
কম কান্তি কলাযুত,
চিকণ অধর পূত
তাহে মিশা কুন্দের হসন,
সৌন্দর্য্য কি সুখের মরণ।

চুম্বন ভ্রমর হতে চায়
বসিতে ও কপোলের গায়।
আরে ছি ছি, আরে ছি ছি,
ওইরূপ আঁখি পি পি
কেন নাহি মিলিল সেথায়
চিরসুখ পাবার আশায়।

* * * *

অসিত কাসার সম সুনীল নিচোল,
তার মাঝে আধ ফোঁটা কমল হিল্লোল,
কেন দেখিলাম হেন শোভার নিঝর,
লোচন রোচন যেন হিয়া মোহকর।

বিহসিত বয়নে,
আধ-চলা চরণে
হৃদয়ে ঢালিয়া গেল শীতল হুতাশ,
প্রাণের ভিতর বহে—সাগর-উছ্বাস।

পীবর জঘন 'পরি মেঘের উল্লাস
চামর-চিক্কণ চিকুর-বিলাস
তারে যদি পাই ওগো তারে যদি পাই,
ও রূপ নয়নে পিয়ে পরাণে জুড়াই।

ও রূপ পরশে বায়ু দখিণেতে বয়,
কানন মাঝারে ফুল ফুটে সমুচয়।
বঞ্জুল মঞ্জুল শাখে ফুল ফোটে লাখে লাখে
প্রেম পরাণে গাঁথে তোটক ছন্দ,
কিরে পেখনু আজি মধুর মরন্দ।



প্রাণে সে হাসির রাগ
নিকষে সোণার দাগ,
নয়নে সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূরতি প্রকাশ,
প্রাণের ভিতরে এক ইন্দ্রধনু আশ।

তরলিত, তরঙ্গিত,
নিতম্ব শিখরে নীত
সেই মেঘে বাঁধা কিগো সে নব দামিনী,
চিরস্নিগ্ধ সুরভিত হৃদয়-মোহিনী ?

কলধৌত কান্তিকায়া—
একি রে কেবল মায়া,
দ্যুতিময়ী রাধা কিগো স্বপ্নের লহরী ?

সুন্দর বান্ধুলী বন্ধ,
অধর মন্দার-গন্ধ,
সুধামাখা মধুহাসি নয়ন-শফরী,
এ কি শুধু মায়ার চাতুরী ?

আশায় আলোকি হিয়া
ঢেলে দিল আঁখি দিয়া,
হাসি দিয়া
নিরমল প্রাণের সুবাস,

এ
নয়ন চষক ভরি'
হাসি দিঠি পান করি'
ফেলিতেছি ঘন ঘন দীঘল নিঃশ্বাস,
সে রাধা কি স্বপন-বিকাশ ?

রাধারও উঠিল চিত্তে প্রেমের উচ্ছ্বাস
কজ্জল-উজ্জ্বল রূপ নিরখি কৃষ্ণের—
কি খণে গেলাম যমুনায়,
হেরে আসিলাম বাঁশিয়ায়
নটুয়া সোহন, মানস-মোহন,
কিবা পুলকিত ঠাম,
সে রূপে মূরছে কাম।

মণিয়া দেহের ভাতি,
তাহে কুসুমের পাঁতি,
আধেক টানিয়া চূড়াটি বাঁধিয়া
বাজায় বিনোদ বাঁশী—
মুখ হ'তে ঝরে হাসি।

মুরলী মধুর শান
বধে অবলার প্রাণ,

নয়ন-রঞ্জিনী মালা বলাকিনী,
মঞ্জুল বরণ মাঝে
মধুরে মধুর রাজে।

কপালে চন্দন চাঁদ
মন ধরিবার ফাঁদ,
পরাণ বাঁটিয়া ও দেহে মাজিয়া
মিটাতে বাসনা করে
আমি মজেছি বাঁশীর স্বরে।

* * * *

আরতো পারিনে, আরতো পারিনে
বাঁধিতে দেহে
আরতো পারিনে, আরতো পারিনে
থাকিতে গেহে।

বাঁশী বেজেছে,
প্রাণ জেগেছে,
আঁখি মেতেছে
দেখিতে সে ব্রজরাজে,
ওই মৃদুল বাঁশরী বাজে।

মদনমোহন মূরতি কান,
আঁখির মাঝারে বিষম বাণ,
সে বিষ-বিশান
করিতে সন্ধান
কেন রাধা-প্রাণ
এমন করিয়ে বধিলে, হরি,
(এখন) দারুণ দহনে দহিয়া মরি ।

গিরিমূলে

[চুপ চুপ, ফেল না নিঃশ্বাস,
তুলিও না রোদনের রোল,
আলসে আলুয়া সখাটিরে
ভাগীরথী দিয়াছেন কোল।
কবে সে ডুবেছে জলে উপেন আমার,
বরিষার গঙ্গাসম যার ভালবাসা,
উথলিত লীলায়িত হৃদয়ের মাঝে,
প্রতিভার চন্দ্র-করে ঝিকি মিকি করি
খেলিত যে তরঙ্গিণী অব্যক্ত উল্লাসে।
সে নাই—সে নাই! সৌন্দর্য্য কি লীন হয়?
সৌন্দর্য্য যা, তার কভু নাহিক বিলয়।
বৈকুণ্ঠের রত্নবেদী মাঝে সেই হাসি,
সেই মুখ—প্রেম-আকর্ষণ-পর চিত,
যদি না বিরাজ করে (তবে) কোথা সে উপেন?
স্বর্গ নাই, স্রষ্টা নাই, নাহি পরলোক,
এমন ঈশ্বরহীন কে হইতে পারে?
মদালসা কবিতার প্রত্যেক চরণে

তারই প্রাণের প্রভা প্রাণের কণিকা
এসে যেন পড়ে—দয়াময় ভগবান্ ।
সেই মুন্নী * তোমার অনুজ প্রিয়সখ,
প্রতিভা-গৌরব গুণে মহিমার তাজ
শিরে ধরে,’ করিতেছে ব্যক্ত আপনায় ।
তুমি যদি থাকিতে জীবিত হে প্রাণেশ,
আত্মদানে ভরে’ দিতে বঙ্গের পরাণ
সঞ্জীবন রস ঢালি, ঢালি ভালবাসা ।
শৃঙ্খলিত আমি অহো, আমি শৃঙ্খলিত
সময় রেখেছে বেঁধে মায়ার বন্ধনে ।
কবে হবে মুক্তি-লাভ—সুনীল বারিধি
অতিক্রমি, দুই সখা হইব মিলিত ?
হায় সখা সেই দিন গিরিমূলে বসি’
ফেলিয়াছিলাম অশ্রু তোমার উদ্দেশে ।]

মাধুর্য্যে জড়িত তরু, মাধুর্য্যে জড়িত লতা,
ক্ষুদ্র নদী ছোটে গান গেয়ে,
তপে রত শৈলগুলি অজ্ঞানে রয়েছে বসি
প্রশান্ত স্বরগ-সুখ পেয়ে ।

---

* অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ।

ফুলের হৃদয় হ'তে শান্তির নিঝর বয়
উল্লাসে বিহগ করে গান,
স্পর্শময়ী স্তব্ধতার আনন্দে শিহরে তনু,
সংগীত-অমৃত করি পান।
শুষ্ক কণ্ঠে, দগ্ধ চিতে, প্রকৃতি, তোমার দ্বারে
এসেছি মা, তোমার কারণ,
চরণ পরশ করি শোক তাপ গ্লানি মোহ
বহিতেছে প্লাবিয়া নয়ন।
এমন সরল ভাবে এ জীবনে এক দিনও
পারি নাই অশ্রু ফেলিবারে,
সরল শিশুর মত অগুরু সরল চিত
অকস্মাৎ কে দিল আমারে?
দুঃখ নাই, সুখ-ভরা আমার হৃদয় আজ,
দুঃখে সুখ করে আবাহন,
আপন সোদরে যেন না দিলে হর্ষের ভাগ
তাহার হরষ অকারণ।
তাই আজি এত সুখে, স্মৃতির আলেখ্য পানে
অনিমিখে চাহিতেছে প্রাণ,
সুখে দুখে জড়াজড়ি, দুখে সুখে গলাগলি,
এ আনন্দ মরি কি মহান্!

কোন্ স্তরে রম্যবন, সখার সুষমা লয়ে
করিয়াছ সমাধি-রচনা,
সেই স্থানে একবার নয়ন মুদিয়া বসি'
বিশ্লেষণ করিব যাতনা।
প্রতিধ্বনি, তোরে আজ মধুর যাতনা-রাশি
সুখে দুখে করাইব পান।
আনন্দের স্মৃতি লয়ে এতদিন ছিলি তুই
আজ শোন্ বিষাদের গান্
কাঁদিতে কাঁদিতে যবে চিরঘুমে হব ঘোর,
তোর মনে রবে স্মৃতি-ছায়া
প্রাণের সহিত তুই অভাগারে মিশাইবি,
ধরিব নূতন যবে কায়া।
মধুর লহরী-লীলা শান্তির বিমল সুধা
হৃদয়ের মাঝারে পশিয়া
বিষাদের আবাহন এনেছি যতন করি,
তাই প্রাণ উঠেছে জাগিয়া।
রম্য বন সৌম্য গিরি মিষ্টকণ্ঠ বিহঙ্গিনী,
প্রেমময়ী তটিনী সুন্দরী,
তোমাদের কাছ হ'তে হ'তেছি বিদায় আজ
দারুণ যাতনা বুকে ধরি।

মাধুর্য্যে চলস্রোতে, দুই বিন্দু প্রণয়ের
নিরাবিল, নিরমল জল,
যখন তখন এসে' বর্ষণ করিয়া যা'ব
ম্লান চিত্ত হইবে উজ্জ্বল।
সে অতীত দূর নয়, এই রম্য বন-মাঝে
করে'ছিল আত্মপরকাশ,
কাঁদ কাঁদ, ও বনানি, প্রাণময়ি, প্রেমময়ি,
. সে উপেন নাহিক ধরায়,
চক্ষে আজ আসে জল, পরাণে বড়শী বেঁধে
প্রতি শিরা করে হায় হায়।

ছায়াময়ী

গলিত কাঞ্চন জনু
রূপের রুচির তনু
নয়নে অমৃত মাখা বিজলি নিকলে।
দশনে কুন্দের রাশি,
অধরে মধুর হাসি,
গভীর যৌবন এত নাহিক ভূতলে।

মাধুরীর নাহি ওর,
পরিমলে তনু ভোর,
ঘন কুসুমের শোভা কম কলেবরে
নিতম্ব তটিতে ঘন
খেলা করে অনুক্ষণ
চিকুর নীরদ বাঁধা বিজলীর ঘরে।
হৃদয় কমল মাঝে
বাসনা মিলিত লাজে
মরমে প্রেমের বিভা শুকতারা ভায়,
চরণে কুসুম দোলা,
আপনি আপন ভোলা,
প্রকৃতিরে ভালবেসে সদা সুখ পায়।
এ নন্দনে বাস যার
সফল তপস্যা তার
গাঢ় ধ্যানে ওঠে প্রাণে অমৃত উচ্ছ্বাস ;
অতনু বেঁধেনি বাণ,
পবিত্র এ তীর্থস্থান,
সারল্য ছড়ায়ে দেয় সুরভি নিঃশ্বাস।
কোথা জটী জটাধর ?

মদনেরে ভস্ম কর
কলঙ্কের চোখে যেন হেথা নাহি চায়,
এরূপ মণির পারা
ক্ষরে স্নিগ্ধতার ধারা
মলয় পবন বাঁধা কল্পনা-কারায়।

গিরিশিরে নব ঘন
করি বালা দরশন
হরষে বরষে সুখে নয়নের জল।

ময়না ধরিলে তান,
কাণ পেতে শোনে গান,
সুর লয়ে চিন্তাদলে করে সুশীতল।

মাধুর্য্যে গলিত বীণা
একি মীরা, স্বার্থহীনা
প্রকৃতির ঘরে নব উমার প্রতিমা!
বনফুলে গাঁথি মালা
কত সুখ পায় বালা
প্রতি অঙ্গ বিধাতার প্রকাশে মহিমা

মৃদুল চরণে চলে
ফুলহার দিয়া গলে

প্রতিপদে শিরীষের বিকাশে যৌবন,
তাজগৃহ মনোরম,
বীণার দৈবত সম
সুধাভরা কথাগুলি মানস-রঞ্জন।
ফুলময়ী এ হৃদয়ে
কাম যাক্ ভস্ম হ'য়ে,
দেবীর মতন ভালবাসিব তোমায়—
শিব-প্রাণ না পাইলে
তু হেন কি নিধি মেলে ?
এ নিধি জীবন্ত শক্তি তপের সহায়।
আদর্শ প্রেমের গেহ
নিরমিতে চায় স্নেহ,
তুমি বিশ্বে কল্পনার মাত্র উপাদান,
চাঁদের পরাগ ছানি
গঠিত তনুয়া খানি,
শিশিরের পরমাণু দিয়া গড়া প্রাণ।
মহা বিরহেতে ভোর
হয় হো'ক দেহ মোর
আঁখি রসনায় মধু করাইব পান।

ধরিয়া প্রবৃত্তি-অসি
কামের কবরে বসি
তুমি আমি দুইজনে গা'ব প্রেম-গান।

* * * *

শোভনা

স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য-স্নাত বদনে তোমার
কি মাধুরী বিথারিছে যুগল নয়ন!
ছড়াইছে কি অমৃত অমৃত-ভাণ্ডার
সুমার্জ্জিত অধরের রাগ বিমোহন।

কৌমার কপোলে তব যৌবন-পরশ
রচিয়াছে অধরের মুক্তির দুয়ার।
শ্যামা, গৌরি, মন্দাকিনি, প্রেম সরবস
তুমিই কি পূর্ণ স্বর্গ, রূপ-পারাবার?

অস্ফুট হৃদয় মাঝে রসাল প্রণয়
ধ্যানে তব দিবানিশি আছে নিমগন,

মধুর নর্ত্তনশীল চঞ্চল চরণ
থমকি থমকি চলে বেষ্টিয়া হৃদয়।
শোভনে, গোপনে এস ; মঞ্জু কুঞ্জবন
পরশে তোমার হবে বসন্ত-উজ্জ্বল !

অভিশাপ

পর বেদনায় মন যেন তার
নিরন্তর থাকে জাগি,
তারে যেন কভু ভোলে না সে জন,
পাগল যে তার লাগি'।

মনের মানুষ পাইয়া সে যেন
মরিতে না করে ভয়,
প্রেম যেন তার হিয়ার মাঝারে
জীয়ে চিরদিন রয়।

তৃষ্ণা

বুঝিয়াছি বন্দী আমি রূপের কারায়,
নাহিক প্রহরী হেথা নাহি প্রহরণ,
রাখিয়াছি আপনারে করিয়া বন্ধন,
স্নেহহীন কার যেন মোহিনী মায়ায়।

স্বেচ্ছায় জগত মাঝে করিতে ভ্রমণ
নাহি সাধ্য, কল্পনারও নাহি অধিকার—
সরম-যৌবন-দীপ্ত সুধার আধার
সেই মুখ নিয়ে করি সদা আলোচন।

কমনীয়, মধুভরা বদন-বিলাস
কজ্জলে উজ্জ্বল আঁখি কটাক্ষ কুটিল,
কুঞ্চিত অলকদাম মধুমাখা হাস,
ইথে দূর না হইল সংশয় জটিল,

সুধা-ভরা মন্দারের সুরভি সমান
নাহি প্রেম একরতি বাঁচাইতে প্রাণ।

উপেক্ষিত

প্রাণে ছিল নবীন যৌবন,
প্রেম ছিল নন্দন কানন,
পরিমলে ভরপূর,
হাস্য ছিল সুধাচূর,
অন্তহীন রহস্য ভবন—
কোথা আমি, কোথা সে স্বপন ?

দূরে নিরাশার গান,
বায়ুভরে বেপমান,
মর্ম্মে উঠে প্রতিধ্বনি
মুহূর্ত্তে প্রমাদ গণি,
অশ্রুসিক্ত যুগল নয়ান,
চক্রবালে কি করে সন্ধান !

নাই নাই ! আমার সে নাই !
খুঁজেছি, খুঁজেছি সব ঠাঁই।
অনন্তে গিয়াছে ভাসি
সেই কুন্দ-রূপরাশি,

এ আশায় পড়িয়াছে ছাই—
নাই, নাই, সে আমার নাই।

কাব্যে নাই, তাও খুঁজিয়াছি,
গানে নাই, তাও শুনিয়াছি,
নহি আমি উদাসীন,
স্বপনে হইয়া লীন,
অনন্তের মাঝে ডুবিয়াছি—
কতদিন তা'রে খুঁজিয়াছি।

* * * *

কেন কাঁদি পেতে সুষমায়,
লয়েছে সে সুদীর্ঘ বিদায়!

* * * *

* * *

সুন্দর

কোটি কোটি নরনারী আছে এ ধরায়,
কিন্তু সে হৃদয়খানি যেমন নির্ম্মল,
যেমন মল্লিকা-শুভ্র, উজ্জ্বল, শীতল,
সপ্তস্বর্গে তেমন কি মিলিবে কোথায় ?

গভীর, বিশাল, উচ্চ হৃদয় ঘিরিয়া
জগতের ভালবাসা উথলে পরাণে,
কলুষ-বলিত স্বার্থ-মলিন বয়ানে
মর্ম্মাহত হ'য়ে বিশ্বে বেড়ায় কাঁদিয়া।

স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তার করুণা নিঝর,
বিশ্বের সন্তাপ-বহ্নি দেয় নিবাইয়া,
পাপবিষে জর্জ্জরিত অভাগা লাগিয়া
সতত ব্যথিত তার কোমল অন্তর।

এ চিত্ত সুরভি মাঝে বেঁধেছেন ঘর—
সুন্দর হইতে যিনি পরম সুন্দর।

* * * *

বসন্তে

শ্যাম স্নেহ উছলিয়া,
লতিকায় মঞ্জরিয়া,
মৃদুবায়ে প্রকম্পিয়া,
ঋতুরাণী ওই বুঝি আসে রে !

বিচঞ্চল সমীরণ,
আকুল, ব্যাকুল মন,
ফুলবনে বনরাণী হাসে রে !

কোন্ পুরাতন কথা,
মরম নিভৃত ব্যথা,
কার সাড়া পেয়ে যেন জাগে রে !

যুগ যুগান্তর পরে,
কে আমারে স্নেহভরে,
ডাকিল আবার আবার নব রাগে রে।

স্নেহ-সিক্ত চোখ দুটি,
সেই মুখে আছে ফুটি,
চির লাবণির ওই ঘরে রে।

প্রেম ঢাকা সেই স্মিত,
রস-ঘন-পুলকিত,
বিলায় হরষ আমা তরে রে।

ব্যথা এবে ব্যথা নাই,
সুখের পরশে তাই,
প্রতি অঙ্গ আজি মোর ভরা রে

বিচ্ছেদ ফেলে না শ্বাস,
দূরে গেছে হা-হুতাশ,
সন্তাপ ছেড়েছে এই ধরা রে।

আদরিণি, রে আমার,
অস্তিমের ঘন-সার,
জীবনের অমৃত মিরিতি রে।

মদালস হীন প্রাণ,
নাহি স্বপ্ন নাহি ভাণ,
হ'য়ে গেছে মধুর পীরিতি রে।

সুখ বেদনায় ভরা,
বেদনা সুখেতে গড়া,
চেতনায় ক'রেছে সরল রে।

অয়ি রসময়ি প্রিয়ে,
ভোগসুখে নিরাশিয়ে,
আজি দিলে অমৃত-পরশ রে।

কোকিলের কুহরণে,
ফুলের হসিতাননে,
রসময়ি তুমি ওই হাস রে।

সুধাতুরা চন্দ্রিকায়,
গন্ধভরা মল্লিকায়,
বিপুল পুলকে আজি ভাস রে।

কাণে পশে কত গান,
সুখস্নাত ভুনয়ান,
রূপ-রস-গন্ধে যাই ভাসি রে।

অধর চুম্বনে আঁকা,
মৃদুস্পর্শে অঙ্গ ঢাকা,
চারিধারে আনন্দের রাশি রে।

সৌন্দর্য্যে মাতাল প্রাণ,
পেয়েছে বিপুল দান,
কোথা ছিল এত রূপ-রাশি রে?

নিবৃত্তি দুয়ার খুলি
রূপ-স্রোত এল ভুলি,
যারে পাই তারে ভালবাসি রে।

জাহ্নবীর কলতান,
শৈলের গভীর ধ্যান,
বিহঙ্গের মধুর কূজন রে।

সব আজি এক হ'য়ে,
আমার পরাণ ল'য়ে,
করিতেছে প্রিয় সম্বোধন রে।

পরিপূর্ণ সুষমায়
পরাণ মিশিতে চায়,
থাকিতে না চাই আমি "আমিরে।"

হা বিভু হা পরাৎপর,
সৌন্দর্য্যে বিলীন কর,
সুখাতুর পরাণের স্বামীরে।

এস

নিবে গেছে বাসনার অনল ভীষণ
অনাসক্ত, শান্তিময় হৃদয়-কাননে ;
অনূঢ়া ভকতি বালা তোমার কারণে
ব'সে আছে, প্রাণ-সখা, কর দরশন।

তুমি চক্ষুময়, তুমি মহিমা-মণ্ডিত,
তোমার মধুর জ্যোতিঃ আলোকে আঁধারে,
নীলিম আকাশবক্ষে, অসীম পাথারে
ছড়ায়ে মঙ্গলদীপ্তি সদা বিরাজিত।

এস বঁধু, এস সখা, এস প্রাণেশ্বর,
এ মঞ্জু হৃদয়কুঞ্জে মধু অভিসারে ;
তোমারই রচিত এই প্রেম-পুষ্পহারে
যতনে সাজায়ে তোমা দেখিব সুন্দর।

নিরাবিল প্রেমজলে করা'য়ে সিনান,
মধুরসে সদা ভে'সে জুড়াইব প্রাণ।

দুহিতা *

নয়নে ফুটন্ত স্নেহ,
মুখে মৃদু-মধু হাসি,
মা আমার সোণা মেয়ে,
তোরে বড় ভালবাসি।

কি লাবণ্য, কি সুষমা
মুখে ঝরে অবিরল ;
পুলকে উছলে তনু,
হর্ষে আঁখি ছল ছল।

ভগ্ন, দগ্ধ, জর্জ্জরিত,
বিষাদিত এ পরাণে
কি অমিয় ঢেলে দেয়
মণিময় দু'নয়নে।

* আমার স্ত্রীর স্বর্গারোহণের পর মা-হারা মেয়ে শেফালিকাকে অবলম্বন করিয়া এই কবিতাটি লিখিত।

বিষাক্ত স্বপনে সুধা,
মধুময় জাগরণ,
শান্তিময়ী মা আমার,
আনন্দের প্রস্রবণ।

মরমের অগ্নিরাশি
বারেক নিবিয়া যাক্,
আয় মা কোলেতে আয়,
এ হৃদয় শান্তি পাক।

এ প্রাণে বেদনা বড়
দগদগি অনিবার ;
কি পোড়ানি, কি জ্বালানি,
কি যাতনা হাহাকার।

যত স্নেহ প্রাণে আছে
তোর মার বেশ ধ'রি
আদরে ডাকিছে তোরে,
আয় বাছা কোলে করি।

স'হেছি স'হেছি ঢের,
ওরে বিধি নিরদয়,

এ সৌন্দর্য্য নিরখিয়া
প্রাণে বড় ভয় হয়।

প্রাণে বড় ভয় হয়,
মনে জাগে কুস্বপন,
অভাব পূরাতে পাছে
হ'রে লয় এ রতন।

আহা সে পরমহংস
দয়াশীল, স্নিগ্ধমন,
স্বর্গের করেছে পূর্ণ
সৌন্দর্য্যের অনাটন।

বুকের মাঝারে পেয়ে
বুক জুড়াবার ধন,
স্বর্গের আনন্দ-মাঝে
হয়ে ছিনু নিমগন।

সেই দেবতার ছবি,
সমষ্টি সৌন্দর্য্যরাশি,
অনিবার্য্য কালস্রোতে
অকালে গিয়াছে ভা'সি

আয় মা দেবতা-মেয়ে,
বুক জুড়াবার ধন,
চম্পক-বরণী বালা,
সুষমার নিকেতন।

অধরে কি মধুহাসি,
কি কম চাঁচর কেশ,
চির-স্নিগ্ধ মধুরিম,
সোহন মোহন বেশ।

পিতার পাষাণ বুকে
মায়ের মমতা আছে,
হায় রে মা-হারা মেয়ে,
আয় মা, বাপের কাছে ঃ

বাবা বলে ডেকে ওরে
নাহি যদি পোরে আশ,
মা ব'লে আমারে ডেকে
মার মত ভালবাস।

ভেঙ্গনা ভেঙ্গনা, বিধি,
আর এ ভগন মন

প্রশমিতে এ হৃদয়
জ্বালা'ও না হুতাশন।

ওই হাসিটুকু দিয়ে
গঠিব আবার ঘর,
ওই মুখখানা দেখে
বেড়া'ব বিশ্বের পর।

হর্ষভরা নীলিমায়
জাহ্নবী তরঙ্গসম
ছিল তোর দেবী-মাতা
এ জগতে নিরুপম।

আজি যদি, আজি যদি
সে দেবী থাকিত ভবে,
ওরে খুকু, ওরে রাণি,
কি আনন্দ হ'ত তবে।

ওরেরে চাঁদের বালি,
জীবন-জুড়ান ধন,
তোর আধ আধ বুলি
যেন অলি-গুঞ্জরণ।

চাঁদ মেয়ে, সোণা মেয়ে,
কুসুমিত স্বর্ণলতা,
বুকেতে করিলে তোরে
থাকে না মরম-ব্যথা।

আঁখি দুটি ভেসে যায়,
হয় প্রাণ সুশীতল,
ওরেরে চাঁদের কণা,
কি মাধুরী নিরমল!

বুকেতে মাথাটি রাখি
মা আমার শুয়ে থাক্,
স্নিগ্ধ কবিতার ধারা
হৃদয়ে বহিয়া যাক্।

চিরদগ্ধ, মরুময়
এ প্রাণের মাঝে আসি,
বসন্ত-পরশে তোর,
বসন্ত দাঁড়াবে আসি।

আয়, কাঙ্গালের সোণা,
জগতের সুমঙ্গল,

বুকে তুলি একবার
করি প্রাণ সুশীতল

* * * *

সুন্দর

সচন্দন পুষ্পদলে পুণ্য-শ্লোক দল
উদ্দেশে করেন পূজা চরণ-কমল।
আনন্দে উঠেছে ভরি' হৃদয়-কলস
স্পর্শ-রসনায় পান করি নবরস।
উষার কাননে ফোটা নীরদের ফুলে
অর্ঘ দান করিয়াছি শ্রীচরণমূলে।
সৌন্দর্য্য পেয়েছি যেথা, হে সুন্দরতম,
আহরিয়া ওই পদে সঁপেছে মরম ;
স্বর্গীয় কিরণে স্ফীত শিশু কলিকায়
আজি কবি ওই পদে সঁপিবারে চায়।
এ পুষ্প ভরিয়া যা'বে কল্যাণে তোমার,
স্বার্থানলে করিবে না হৃদয় আঁধার,
চির লাবণ্যের মাঝে হইয়া মগন
শিশু যেন দেখে নিতি তোমারি স্বপন।

শূন্যগৃহ

কবিতা লেখার আজি দিন।
অন্তরে বিরহানল, প্রাণ জ্বলে প্রতিপল,
দুখের সাগরে শান্তি লীন,
কবিতা লেখার আজি দিন।

সম্মুখে রয়েছে পড়ি গেহ,
প্রাঙ্গণ করিছে ধূ ধূ, কাঁদেরে উদাসী ঘুঘু,
কোথা চলে গেছে সব স্নেহ,
এ শূন্য মন্দিরে নাহি কেহ।

আমি আজ নিতান্ত একাকী,
চম্পক কুসুম-মালা নাহি সে দুখের বালা,
আদরে মা ব'লে কারে ডাকি ?
আজ আমি নিতান্ত একাকী।

সরল উচ্ছ্বাসময়ী হাসি,
দশন-মুকুতা দিয়া কান্তি-স্রোত উথলিয়া
উপজিত হৃদয়েতে আসি,
হেথা নাই সে সৌন্দর্য্যরাশি।

কথাগুলি অমৃত-উচ্ছ্বাস,
কি মিষ্ট সে 'বাবা'বুলি, আধ ভাঙ্গা কথাগুলি,
কি মিষ্ট সে চম্পক-বিকাশ,
কম তনু সুরভি-আবাস।

ছিল চিত নন্দন কানন,
তনয়া মন্দার-কাঁতি ফুটে র'ত দিবারাতি,
হর্ষে ভ'রে যাইত ভুবন,
বিশ্ব আজি বিজন কানন।

বিরহের একি দাবদাহ,
আসক্তি কিছুতে নাই, শান্তি-শূন্য সব ঠাঁই,
প্রকৃতির বহ্নি-অবগাহ,
বিরহের একি দাবদাহ!

অয়ি প্রিয়ে জীবনরঞ্জিনি,
সতত প্রফুল্লহিয়া, হাস-পরিহাস-প্রিয়া,
আজি তুমি বড়ই সুখিনী
কোলে ধরি প্রাণের নন্দিনী।

থেমে গেছে প্রণয়-কোন্দল—
বিলোল কটাক্ষ হানা, অঞ্চল ধরিয়া টানা—

আনন্দের শত কোলাহল,
প্রকৃতি উগারে হলাহল।

কথায় কথায় সেই মান,
গুণ্ঠনে বয়ান ঢাকা, গুমরে ফিরিয়া থাকা,
সরস অমৃত মাখা ভাণ
দূরে গেছে তাই কাঁদে প্রাণ।

শূন্য গৃহ, অহো কি ভীষণ!
রহস্যের বুক চিরি বিচরিছে ঘুরি ফিরি
সেই হর্ষ প্রেম-আলাপন—
হিয়া-মাঝে সমুদ্র মন্থন।

পরাণের নিভৃত আলয়ে
অস্থি-মাংস-শিরাদলে নিষ্পেষিছে পদতলে
অবসাদ পুলক-হৃদয়ে—
পরাণের নিভৃত আলয়ে।

হা প্রিয়ে, হা জীবনতোষিণি,
প্রখর বিরহ-স্রোত, প্রতিহত জীব-পোত,
চিন্তা বাত্যা অতিভূগামিনী,
দুঃখভরা সে পুরা কাহিনী।

সুখদুঃখ-সঙ্গমের স্থলে
এবে তুমি উপনীতা, বিরহেতে জর্জ্জরিতা,
এক চক্ষু পরিপূর্ণ জলে,
আন চখে বারিধারা ঝলে।

সোণামুখী আনন্দের খনি
আমার শেফালি রাণী— কি অমিয়মাখা বাণী,
রতি-কণ্ঠে পদ্মরাগ মণি—
কোলে তব দিবস রজনী।

ঘুমালে মুখের পানে চেয়ে
দোঁহে পাশাপাশি বসি' নেহারি সোণার শশী
অনিমিখে র'তেম চাহিয়ে,
হরষেতে জ্ঞান হারাইয়ে।

শূন্য গৃহ একি ভয়ঙ্কর!
স্তব্ধতার অন্তস্তলে কি বহ্নি ঝলকে ঝলে,
উত্তাপেতে পরাণ বিকল,
কি করিবে নয়নের জল?

বিষাদের উদগ্র শিখর
সন্ধ্যার জৃম্ভণ তুলি সমুখে পড়িছে ঢুলি,
তপ্তশ্বাসে দগ্ধে কলেবর,
উড়ু উড়ু প্রাণের ভিতর।

শিশু-সৌন্দর্য্য

পরিণয়-লব্ধ চারু অমৃত-সাগর
রমণীর স্নিগ্ধ প্রেম স্বভাব-সুন্দর,
প্রাণ-প্লাব, সুশীতল, প্রীতির আধার,
মধুর বৈচিত্র্যখনি, সুরভি-সম্ভার।
হেন পারাবার-প্রেম করিয়ে মন্থন
অখণ্ড অমৃত-কলা শিশুর বদন,
কম-মল্লি-সুরভিত সুষমায় ভরা
এনেছে করিতে ফুল্ল আমাদের ধরা।
মেদ-মাংস-রক্ত-ঘেরা প্রাণের শিখরে
কি আবর্ত্তে স্বর্গহর্ষ ছুটাছুটি করে,
বিধাতার করুণার আতপ্ত পরশ
মাখাইছে প্রতিক্ষণ বাৎসল্যের রস।
সে রস করিয়া পান লোলুপ নয়ন
বার বার হেরিতেছে শিশুর বদন।

হে শঙ্কর,

মৃত বিরক্তিরস্তূপ বৈরাগ্য-পশরা
রাজদ্রোহী শিরে লয়ে দূরে যাও ত্বরা।

মমতা প্রাণের প্রাণ, ছিঁড়িতে যে চায়
ধরমের বিনিময়ে আত্মহত্যা পায়।
ধর্ম্ম নহে পুঞ্জীকৃত জ্ঞানের কঙ্কাল—
কাঠিন্যে গঠিত তনু, দুর্ব্বোধ জঞ্জাল।
মায়া—জননীর স্নেহ, সংসার-বন্ধন,
উদ্‌ভ্রান্ত জ্ঞানের খড়্গে ক'রনা ছেদন।
হৃদয়েরে ধৌত করে সত্যের জীবনে
মায়ারে আসন দাও প্রাণের বিজনে।
মায়া সুধা, মায়া নহে তীক্ষ্ণ হলাহল,
অকুণ্ঠিত মায়া করে হৃদয় নির্ম্মল।
যিনি রসরাজ, যিনি রহস্য-আধার,
অপ্রকাশ রূপে দীপ্ত দয়া-পারাবার,
অরুণে বরুণে যিনি প্রকাশিয়া মায়া
শান্তিরূপে প্রসারিত করিছেন কায়া।
এ মায়া তাঁহারই মায়া—পরিত্যাজ্য নহে,—
ধর্ম্মশীল এই মায়া নিজ শির বহে।
হরিয়ে চম্পক-প্রভা, সুধাংশুর হাসি
কোথা হ'তে এলি তুই নগন উদাসী ?
একি কাব্য ? পুঞ্জীভূত ভাব-সমবায়
একি ভাব ? প্রকাশিতে ভাষা না কুলায়।

কল চঞ্চলতা তোর, ললিত কাকলি—
কোথা হ'তে প্রতিপলে উঠিছে উথলি ?
এ বিশ্ব-উদ্যানে আছে কত শত ফুল,
কোন্ ফুল বল্, শিশু, তোর সমতুল ?
চাঁদে আছে দীপ্তি, থাক্ কুসুমে সুবাস,
কোথা আছে হেন আত্ম-বিচিত্র-বিকাশ ?
অনুভূতি-হীন জড়, দেখাক্ সুষমা—
শিশু-শোভা তার সনে কে দিবে উপমা ?
প্রফুল্ল বদন খানি স্বর্গ-চিহ্নে আঁকা,
লাবণ্য-কিরণ দিয়া সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা।
হে অতিথি, হে পুলক, আগন্তুক নব,
কোথা হ'তে আনিলি রে এ দিব্য বিভব ?
অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তোর দুর্লভ সুবাস
মণি-স্নিগ্ধ শুভ্র-হাসি করিছে প্রকাশ,
মর্ত্ত্যে বিধি দেন নাই সে শক্তি বিধান
যে শক্তি এ মন্দারের ল'তে পারে ঘ্রাণ ;
তবু যেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা শত শত
বিস্তারি প্রয়াস আছে, হইয়ে জাগ্রত।
পথ-ভ্রান্ত সুরভির ক্ষণিকের ঘ্রাণ
হয়তো লভিয়ে তারা এবে বেপমান।

৬

অতীন্দ্রিয় শক্তি, বিধি, করহ প্রদান,
আনন্দে এ সুরভির উপভোগি' ঘ্রাণ।
চাহনি বুলায় যার সর্ব্বাঙ্গে পুলক,
এ কিরে পরাণ-ঘেরা সজীব কনক!

* * * *

ভ্রান্তি

মাধবী পূর্ণিমা রাতি অলসা বিবশা,
দূরে মুরলীর গাথা পুলক-রভসা,
সমীরে সুরভি মাখা হৃদয়ে বিলাস,
মিলনে অতৃপ্তিভরা, বিরহে হতাশ।
রূপ যেন দলমল করিয়া বেড়ায়,
সুখ যেন মুখ তুলে চাহিতে না পায়।
সুখ রাস-রস-গলা এক উৎপলিনী,
শশিমুখ পানে চেয়ে কাটায় যামিনী।
চেয়ে চেয়ে সুধা পিয়ে মিটিল না আশ,
মানিনী পালটি শির ফেলিল নিঃশ্বাস,

বদন করিয়া নত উঠিল কাঁদিয়া,
দেখিল, চরণ ধরি শশাঙ্ক পড়িয়া।

*　　*　　*　　*

জেগে কাঁদা

তারি নব অনুরাগ প্রভাতে মিশিয়া
ঊষায় তুলিয়াছিল মধুর করিয়া,
দিয়াছিল পক্ষিকণ্ঠে সঙ্গীত নবীন,
হৃদয়ে ফুটায়েছিল কনক নলিন ;
স্বপ্ন এনেছিল বহি সোণার কল্পনা,
কেবল সংসারে ছিল প্রেম-আলোচনা।
যৌবন উঠিয়াছিল উল্লাসে ফুলিয়া,
নবছন্দে নব গীত আলাপ করিয়া।
স্বপ্নরাজ্য হ'তে রত্ন আনিতে আহরি'
ভাসাইয়া দিয়াছিনু প্রণয়ের তরী ;
চলেছিনু গান গেয়ে বাজাইয়া বাঁশী,
বহুবিধ রতনের হইয়া প্রয়াসী।
তুলেছিনু পদ্মকলি, পদ্মের মৃণাল,
পিয়েছিনু পদ্মমধু সকাল বিকাল।

বাঁশরী ধৈবত রাগ উগারি উগারি,
তুলিত হৃদয়-মাঝে কুহক-লহরী।
নিদ্রা, জাগরণে যেন করিয়া বেষ্টন
নয়নে সৃজিত তার মধুর স্বপন।
জাগরণে ছিল নিদ্রা, নিদ্রায় মদির,
সুখের প্রাচুর্য্যে দোঁহে হ'তাম অধীর;
তর তর থরথর বেতসী-কম্পনে
কাঁপিয়া উঠিত হিয়া সতত সঘনে;
স্পর্শে স্পর্শে বিনিময়, ঈক্ষণে ঈক্ষণ,
হর্ষে হর্ষে কিকি-কিনি মধুর কেমন!
দিবসে আনন্দ ভরা, নিশায় মাধুরী,
বসন্তে পিকের তান, বর্ষায় দাদুরী;
অধর আনিত বহি অধরের হাসি,
সুখের বিলাসে সুখ হইত উদাসী।
নয়নেতে ভরা ছিল শীতল বিজরী,
মধুর মাধুরী ছিল সর্ব্ব অঙ্গ ভরি।
দখিণ পবন-ভরে নাচিয়া নাচিয়া
যেতেছিল তরী খানি সুধীরে ভাসিয়া
পুলকের আলোকের মাঝারে সহসা
ঘনাইয়া ম্লান মেঘ ঢাকিল ভরসা।

বাত্যা এলো, অন্ধকারে ঢাকিল আকাশ,
দোঁহা-চিত্তে আমিত্বের হইল বিকাশ।
কোথা হ'তে ব্যবধান বিতস্তি-প্রমাণ
আনিল মালিন্য-রাশি অমার সমান,
প্রেমেরে দলিত ক'রে দাঁড়াল গৌরব,
স্থজিল সম্মুখে এক ভীষণ রৌরব।
উঠিল গর্ব্বের ঝড়, ডুবাইল তরী,
স্বপন গিয়াছে ঘুচি, জেগে কেঁদে মরি।

আবাহন

প্রেমে ছিল অনুরাগ, প্রাণে কুতূহল,
দুঃখ ছিল অতি লঘু, সরল, তরল,
অশ্রু ছিল উচ্ছ্বলিত, উজ্জ্বল, চঞ্চল,
একটু বর্ষণে চিত হইত নির্ম্মল।
আবার সে অশ্রুজল ফিরে পেতে চাই,
প্রমোদ-বিধুর চিতে সে উল্লাস নাই ;
যাতনাও ছিল যেন কোমল মধুর,
সাহানা-রাগিণীময়ী স্থরে ভরপূর।

এখন হ'য়েছে অশ্রু নিতান্ত পঙ্কিল,
প্রেম-স্রোতে অবিশ্বাস ক'রেছে আবিল,
দীর্ঘশ্বাসে প্রাণ-বায়ু বার হ'য়ে আসে,
জড়িত হয়েছে প্রাণ কি যেন কি ত্রাসে ;
ক্ষত, ক্ষুব্ধ, খিন্ন, ক্লিষ্ট, হিয়ায় হিয়ায়
মৃদু বিচঞ্চল প্রেম, ফিরে তুই আয়।

* * * *

দেব-শক্তি

ভরেছিল আঁখি দুটি প্রলয়ের আঁধিয়ায়,
বুকের কম্পন রাশি হয়েছিল মৃতপ্রায়,
বাহির হইতেছিল ভয়ে ভয়ে কৃশ শ্বাস,
বুকেতে বসিয়াছিল ধ্যানমগ্ন হা হুতাশ।
এত টুকু শান্তি বুঝি এনেছিল তন্দ্রারাণী,
এমন সময় যেন শুনিলাম কার বাণী—
"এস ফিরে এস নাথ, আমারে হৃদয়ে ধর,
অপরাধ করিয়াছি, হে দেবতা, ক্ষমা কর ;
অন্ধকার আঁখিপরি আর না থাকিতে দিব,
অধরে যতেক ধ্বান্ত চুমিয়া চুষিয়া নিব।"

"প্রেয়সি রে, এস ধীরে, কাছে বসে কথা কও,
রূপহারা অন্ধ আঁখি রূপেতে ফুটায়ে লও।
চম্পক-লাবণ্যে ভরা মুখের পেলব কান্তি—
মায়াদীপ্ত চোখে দেখে অন্তিমে লভি গো শান্তি"।
"পদমূলে বসি, নাথ, সেবিব চরণদ্বয়।
ভুলে যাও পূর্ব্ব কথা—পিশাচীর অভিনয়"।
"বুক যে গিয়েছে ভেঙ্গে, হৃদয়েতে নাহি বল,
জীবনের শেষ দিনে রাখ বুকে করতল"।
"ভাঙ্গা বুক জুড়ে দিব এই বুক ভেঙ্গে-চূরে,
মর্ম্মরক্ত মাখাইয়া ব্যথায় তাড়াব দূরে ;
প্রেমসুরা সঞ্জীবনী তোমারে করাব পান,
হাসিয়া উঠিবে পুন বিষাদ-নিষিক্ত প্রাণ"।
"কেন প্রিয়ে, কেন কহ আবার প্রেমের কথা ?
কেন প্রাণে তুলিতেছ অযাচিত ব্যাকুলতা ?
প্রেম ত স্বপ্নের সুখ হৃদয়েতে ধরে রাখা,
নেশায় বিভোর হয়ে হেসে কেঁদে বেঁচে থাকা"।
"প্রেম নহে স্বপ্ন, নাথ, প্রেম শিখা অলকার
প্রেমস্পর্শে জায়াপতি পান শক্তি দেবতার।"

নারী-প্রশস্তি

হা নারি, হা তেজস্বিনি, মহিমমণ্ডিতা,
তুমি অভয়ার মূর্ত্তি, সত্যের বর্ত্তিকা
প্রাণমাঝে চিরদিন রাখিয়াছ জ্বালি।
ওই আলো লভি নর উল্লাসে মাতিয়া
কেহ কর্ম্মে, কেহ ধর্ম্মে ছুটিছে সতত।
কাঞ্চন চম্পকরূপে রূপসী উষসী—
শোভাময়ী উষারাণী—সদা বিরাজিতা
দৃঢ়তায় অদ্রি তুমি, মমতায় ধাত্রী
বুকভরা অপার্থিব স্নেহ-দ্রাক্ষারস
সন্তানে প্রদান করি, তৃপ্তির সাগরে
ডুবায়ে অপত্য-ধনে করহ সরস।
মণিঝরা-দ্যুতিময়ী লভি হাসিরাশি
পরাণ-কমল উঠে সুধীরে ফুটিয়া ;
গন্ধভরা পুষ্পরেণু দেয় বিলাইয়া
প্রকৃতির গৃহখানি করিতে সজ্জিত।
সংযমে আবদ্ধ কাম, সৃজনের তরে
কখন বন্ধন তার শ্লথ ক'রে দ্যায়,

'কামিনী' 'রমণী' আখ্যা জানি না কখন
কোন্ হীনমতি নর করেছে প্রদান—
মাতৃস্নেহ-উপপৃষ্ট ছিল না সে কভু।
নয়নে বয়নে লাজ—এ লাজের সম
নবজ্যোতিঃ কোন্ মণি পারে বিলাইতে ?
অনুরাগে স্বর্ণবীণা ছড়ায় কাকলি,
আলাপনে শ্রুতিরন্ধ্রে পশে সুধারস।
মাতা তুমি, কন্যা তুমি, তুমি প্রিয়তমা,
তুমি ধ্যেয়, তুমি ধ্যান, আরাধ্য দেবতা।
প্রিয়ারূপ ধরি যবে দাঁড়াও সম্মুখে,
উছলে নয়ন হ'তে অনুরাগ-ভাতি।
স্বপ্নরাজ্য হ'তে, আহরি কুসুম-দল,
মৃদু সৌকুমার্য্য-তারে বিনাইয়া তার
প্রেমের গলায় যবে যতনে দুলায়ে,
স্মের-মুখে থাক চেয়ে, সে চাহনি হ'তে
হাসির মধুর সুর উঠে গুঞ্জরিয়া।
তপোবন সম পবিত্র বাসর-গেহে
পদ্মগন্ধে দিব্যপ্রেম করে আমোদিত,
কামনার তনু হ'তে সরিয়া অতনু
দেখে প্রেয়সীর মুখে মরকত-শোভা।

বাসনার উগ্রতপ্ত উজ্জ্বল মদিরা
যে তোমারে ভালবেসে আগ্রহে পিয়ায়,
সেই তব পবিত্রতা, উদাত্ত মহিমা
নষ্ট করি সাধারণ্যে আনে নামাইয়া।
মারোৎসবে মত্ত হ'য়ে কত মহাকবি,
নিধুবনে ল'য়ে তোমা মেখেছে কলঙ্ক,
কামমুগ্ধ কবিহস্তে পড়িয়া মহিলা
যুগ যুগান্তর ধরি হতেছে পীড়িত।
সমুদ্র মন্থন করি উঠেছিল সুধা,
উঠেছিল শুভ্র কম্বু, উঠেছিল রমা,
ক্ষীরোদ সাগর মন্থি বুঝি কোন দেব,
অয়ি নারি, অরুন্ধতি, চিন্ময়ি, অভয়ে,
তোমারে তুলিয়াছিল মহা সাধনায়।
কমলার স্বসা তুমি, ভুবন-ভূষিতা,
জগৎ-বন্দিতা দেবী চির-আনন্দিতা,
সত্বগুণ—সোমরসপ্লুত কামনায়
বুকে ধরি পূজ্য হ'য়ে আছে এ সংসারে।
ভালবাসা স্বর্ণ-মৃগী সমুখে ছাড়িয়া,
পুরুষ তোমারে যায় ভুলাইয়া লয়ে,
পীরিতি-কালিন্দী তীরে কত ছল করি'।

তোমার লাবণ্য-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে,
মদমত্ত কাম সেথা করে বপ্র কেলি,
সৃষ্টি করে বুকে তব দারুণ পিয়াস।
তুমি যে গো স্নেহময়ী, বুকের ভিতর,
চিরন্তনী মমতায় বাঁধিয়াছ ঘর,
নবীন, উজ্জ্বল রস চরণ-পরশে
বয়ে যায় স্বর্ণ-নদী হয়ে ধরাতলে।
প্রেম তুমি দেও নরে, আহরিয়া প্রেম
প্রেমমর্ময় প্রাণময় বিধাতা হইতে।
নারীর কৌমার্য্য আর শ্যামল সরম,
কামাতুরে দু'চরণে দলিত করিয়া,
কেহ বা রোমিও হন, কেহ বা দুষ্মন্ত।
ও নহে উজ্জ্বল রস, পয়োধরে লখি
অতনু-প্রদত্ত সুধা প্রাণ ভরি পিয়ে,
পরশ-জনিত সুখ অনুভব করি,
কুসুমের বুকে হানে বিশাল শলাকা।
দুইটি কনক কলি—উরজ মণিয়া—
নন্দন হইতে কোন দেবীর আকাঙ্ক্ষা
শিশুরূপে ধরাতলে আসিবে যখন
নিরখিতে শ্যামলতা প্রকৃতির মুখে,

তখন, তখন ওই ক্ষীরধর দুটি,
অমৃত ঢালিয়া দিয়া নব অতিথিরে,
কত অনুরাগ ভরে করিবে রক্ষণ।
ভালবাসা আকর্ষণ করে ভালবাসা,
প্রেমে প্রেমে মহাপ্রেম করে নিরমাণ,
কাম-গন্ধহীন যদি সেই প্রেম হয়।
অয়ি রমে, কমলাক্ষি, প্রসন্ন-বদনে,
দীপ্তিভরা নূতনতা, অঙ্গেতে তোমার
লভি জন্ম, নয়নেরে করে আকর্ষণ,
নিরখিতে অপূর্ববতা, ধাতার অঙ্কন।
বসন্তের মল্লিগন্ধ, শরৎ-শেফালি,
পরাণ আকুল করা নিদাঘ-বকুল,
ঘন-মাখা বরষার কেতকী-সৌরভ,
ওগো নারি, ওগো দেবী, সেই অনুভবে
যে তোমারে প্রীতি-নেত্রে করে দরশন।
লাবণ্যের স্বর্ণদীপ্ত তটিনী মাঝারে
সতত আপন মনে দিতেছে সাঁতার,
তুলি সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি, প্রতি অঙ্গ তব,
সুষমারা দল বেঁধে করে ছুটাছুটি।
হাসিতে মুকুতা ঝরে—নয়নের মাঝে

চপলা চঞ্চলা দিঠি, মাখিয়া কৌমুদী,
ফিরে আসে শান্তিপুরে শান্তি বিলাইতে।
ওই চক্ষু হতে তুমি অশনির লীলা
দেখাও তখন তারে, অয়ি মনোরমে,
যে তোমার অন্তরেতে জ্বালাতে অনল,
ডাকে তোমা পাপস্পৃহা করিতে পূরণ।
হৃদয়ের মাঝে সরলতা মন্দাকিনী
অহর্নিশ ছুটিতেছে আকুল হইয়া
সেই অনন্তের পথে, যাহার অন্তিমে
তাঁর প্রেমময় সিন্ধু আছে বিরাজিত।

*　　　*　　　*　　　*

দেখি, আর কেঁদে উঠি—কত অবলায়
বিকট দৈত্যের মত উন্মত্ত পুরুষ,
কামের উদগ্র তৃষা করিতে সার্থক,
তা'র কুঞ্জ হ'তে তা'রে ছিনাইয়া লয়ে,
ফেলিতেছে অধর্ম্মের উত্তপ্ত পাথারে,
সুধা ব'লে বিষ তারে পিয়াবার আশে,
কত তার অনুরাগ, কত বা আদর,
কত তার ভালবাসা, মৃদুল বচন
উপহার দিয়া তারে, স্বপ্নের ত্রিদিব

দেখাইয়া করি মুগ্ধ, দূরে চলে যায়।
ওই কাঁদে ওই নারী ; শাস্ত্র-বেত্তাগণ,
মনুর মমতাহীন বিধি উচ্চারিয়া,
সমাজ হইতে ওরে দিতেছে খেদায়ে।
নাই মনুবীর, মণ্ডূর-তূণীরে তার
বিষাল বিশিখ মাত্র আছে বর্ত্তমান !

* * * *

অবতার আসে, অবতার যায় চলি',
কখনো সে অবতার এলো না ভুবনে
পতিতার বেদনায় দিতে প্রলেপন।
হে সাধো ! হে ব্রহ্মানন্দ ! আগম-ভূষণ,
পতিত পুরুষ হ'তে পতিতা সৃজন—
এ কথা কি এক বার মনে নাহি আসে ?
শাস্ত্র আছে পুঞ্জীকৃত কাঠিন্য-কঙ্কাল,
বিবেকের খাদ্য যদি তাহে নাহি থাকে,
তবু উপাদেয় বলে' মেনে' নিতে হ'বে ?
শাস্ত্র আছে—বিশ্লেষণ করহ উহারে,
নীতির দোহাই দিয়া কত অনীতির
ভীতিপূর্ণ চিত্র-রাজি করিবে দর্শন।

পুরুষের পতনের নাহি কোন ভয়,
অবাধে সে গণিকার রূপ-ইন্দিবরে
প্রমত্ত ভ্রমর রূপে করিছে বিহার।
তবু সে পতিত নহে—সে যে গো পুরুষ!

*   *   *   *

সংস্কারেতে বদ্ধ হয়ে কত দিন রবি?
যে নারীরে ভালবেসে রতির মন্দিরে
বসাইয়াছিলে তুমি অসংযত যুবা,
আজ সেই নারী দেখ প্রসাধিতা হ'য়ে,
শত পুরুষের বুকে ঢালিছে গরল।
গণিকা কি নাহি পারে হইতে সুজন?
পাপের পাথারে তারে ঠেলে ফেলে দিয়ে,
মজ্জমানা অবলার দেখিছ নিধন?
মনুষ্যত্ব এ বঙ্গে কি নাহি একটুকু,
নাহি কি দরদী কেহ, নাহি নর-দেব?

*   *   *   *

পুরাতনী

পুরাতনী

শান্তিপুরে কেশবচন্দ্র

আসে লোক। লোক হ'য়ে আসে কয়জন ?
তখন বালক আমি, ঠিক মনে আছে,
দেখিয়াছিলাম সেই বিচিত্র পুরুষ।
হৃদয়ের রূপ দিয়া মার্জ্জিত আনন,
চক্ষু দিয়া বিচ্ছুরিছে শীতল পাবক!
কি শান্ত প্রতীক—দিব্যরসে টলমল
ইনিই, ইনিই সেই আচার্য্য কেশব।
অদ্বৈত-পরশ-পূত গোরা-লীলাভূমি
শান্তিপুরে গোরা-কথা, গোরার মাহাত্ম্য,

কেশবের মুখ হ'তে সেদিন শুনিয়া
ছোট বড় সকলেই উঠেছিল কেঁদে ;
ডুবু ডুবু শান্তিপুর ; কেশব সেদিন
নিমাইয়ের প্রেমসিন্ধু—প্রেমের উচ্ছ্বাস—
আপনার প্রাণ হতে বাহির করিয়া
ডুবু ডুবু শান্তিপুরে ডুবাইয়া ছিল।

প্রেমের নির্ঝর মম অদ্বৈত গোঁসাই
গোরারে করেন ভক্তি, পূজেন চরণ।
গোরা বলে এ কেমন ? স্থবির আচার্য্য
আমারে পূজিতে চায় ! শান্তিপুর ধামে
আমি না রহিব আর যাব যথা-তথা।
প্রভু চলে' গেল, ওগো প্রভু গেল চলে',
এদিকে গোঁসাই মম ভক্তি আচ্ছাদিয়া
নিরাকার ব্রহ্মবাদ লাগিল ঘোষিতে।
এ কথা শুনিয়া কাণে হোথায় নিমাই
মনে বড় ব্যথা পেয়ে লাগিল কাঁদিতে ;
ওই দেখ, ওই দেখ, অধীর নিমাই
ডাকালেন অদ্বৈতেরে আপন ভবনে।

ভয়ে ভীত শ্রীঅদ্বৈত, গোরার সমুখে
হাত যুড়ি দাঁড়াইয়া বিনয় সহিত,
প্রভুরে কহেন প্রভু মাথা নীচু করি'
"কেন তুমি, হে অদ্বৈত, আনিলে আমায়!"
প্রভুর সে কাঁদ-কাঁদ মুখ নিরখিয়া
অদ্বৈত প্রভুর গলা ধরে ভক্তিভরে,
দোঁহে দোঁহে গলাগলি, দোঁহে অচেতন—
সেই দৃশ্য সেই দিন হেরেছি নয়নে।

হা কেশব!

আর একবার দেব, দিব্যমূর্ত্তি ধরি
এস বঙ্গে, গোরা-প্রেম বিতরিয়া যাও।
কোথা প্রেম? কোথা সেই নিমাই নিতাই?
কোথা সেই ভক্তি-গঙ্গা, কোথা হরিকথা?
হরিবোলা অদ্বৈতের হরি গরজনে
শিহরি' উঠিত তরু লতিকার কোলে,
কচি কচি কুঁড়িগুলি উঠিত ফুটিয়া।
এখনো মৃদঙ্গ বাজে, বাজে করতাল,
হরি বলে' বাহু তুলে' নাচে কপটতা।
হা নিমাই! অবধৌত! অদ্বৈত গোঁসাই!

দানবের হাতে পড়ে' তোমাদের সুধা
আজ কালকূটরূপ করেছে ধারণ।

অদ্বৈতের প্রাণধন মদন গোপাল
মদন-গোপাল, তাই 'মদন গোপাল'!
একদিন মূর্ত্তি তার বিদ্যুৎ-মাখান
এই চক্ষে পড়েছিল, আর সে মূরতি
কতবার দেখিয়াছি, পাইনি দেখিতে।
বংশের উজ্জ্বলদীপ বঙ্গের গৌরব
দ্বিতীয় অদ্বৈত মূর্ত্তি অদ্বৈততিলক
রামপ্রাণ ভক্তিমান্, ধার্ম্মিক "বিজয়,"
মদন গোপালে মম করিতে প্রণাম
এলেন যখন, ছুটিলাম তার পাছু
নবীন জলদমাখা আমার গোপালে
বেষ্টিয়া বিভূতিরাশি লাগিল ছুটিতে।
বিজয়ের চক্ষুঃ ফাটি পিচ্‌কিরি সম
বহিতে লাগিল অশ্রু; কদম্ব পুলকে
সর্ব্বাঙ্গ উঠিল ভরি; বিজয় আমার
মাটিতে পড়িয়া ভাই লাগিল লুটিতে।

হা অদ্বৈত, সেইদিন বুঝেছিনু, তাত,
'মদন গোপাল' তব জীবন্ত গোপাল।
বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতের প্রেম
শান্তিপুর হ'তে গে'ছে বৈকুণ্ঠে চলিয়া।
হা অদ্বৈত ! শচীনাথ, প্রেমের শিখর,
তোমারই ফাটিয়া বুক গোরা মন্দাকিনী,
এই বঙ্গে ছুটেছিল প্রেম বিলাইতে।

মাকরী সপ্তমী দিনে অদ্বৈত-উৎসব
গৌরবে ভরিয়া দিত পরাণ আমার,
দলে দলে ভক্তবৃন্দ প্রভুরে হেরিতে
ছুটিত ক্ষুধিত চক্ষে। কীর্ত্তনিয়া-মুখে
ত্রিমূর্ত্তির গুণগাথা শ্রবণ করিয়া
কবিতা অমৃতহ্রদে যাইত ডুবিয়া।
রে হৃদয়, পরাণেতে তোর কত মূর্ত্তি,
কত পাপ, কত গ্লানি, কত হলাহল
বিরাজিছে ; একবার এদের তাড়া'য়ে
শ্যামের অনুপমূর্ত্তি ধেয়ানেতে ধর।

[বৈষ্ণবের কাব্যরসে কৌমার আমার
উঠেছিল ফুল্ল হ'য়ে। প্রকৃতির মুখে
দেখিতাম রাধামুখ। অনন্ত গগনে
কেশবের কমনীয় কান্ত কলেবর
বিথারি সৌন্দর্য্যরাশি ছুটিছে সতত।
লাগিলাম যত্নভরে লিখিতে কবিতা,
লিখিতাম শবদ সম্পদে হ'য়ে দীন।]

"রমণী জাতি কঠিন অতি
বজর জিনি বুক রে,
পাষাণ হ'লে যাইত ফাটি
পাইলে এত দুখ রে।"

"এঘোর রজনী মেঘের ঘটা
পিয়া কেমনে আসিল বাটে
আঙ্গিনার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

প্রেমকবি চণ্ডিদাস রসিক-'শেখরে'
পড়িতে পড়িতে মনে স্বতঃই হইত
আর না লিখিব কাব্য—সরসতা কোথা ?
কোথা হ'তে পাব বল শব্দের বিন্যাস ?
ভূত চাপে ঘাড়ে—কাব্য-ভূত ধীরে এসে
বুঝি কোন শনিবারে বসিল হৃদয়ে।
ছুঁড়ে ফেলে বিদ্যাপতি, ছুঁড়ে চণ্ডিদাস,
কবিতার উপচারে মন দিনু ঢালি।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়।

কবিতা যে লেখে সেই চায় শোনাইতে ;
সাহসে বাঁধিয়া বুক কোন একদিন
উপস্থিত হইলাম সচিব-সমীপে।
মদনের নাম শুনেছিনু ; আঁখি ভ'রে
দেখিলাম কামরূপী সুন্দর কার্ত্তিক।
কাছে বসি বলিলাম যাহা বলিবার ;
মহাপ্রাণ কার্ত্তিকেয় নিকটে বসা'য়ে
একচিত্তে লাগিলেন শুনিতে কবিতা।
সে সব কবিতা আর নাহি কাব্যবনে।

ঝরাফুল মিশিয়াছে বাতাসের গায়ে,
কয়টি চরণ শুধু স্মরণেতে জাগে।

"নির্ব্বাণ অনল কেন পুনঃ জ্ব'লে উঠিল?
কেন তার তরে শোক পুনঃ আসি পশিল?
কেন সেই মুখশশী হৃদয়ে আবার পশি'
অভাগারে পুনরায় কাঁদাইয়া তুলিল?
নির্ব্বাণ আগুন কেন পুনঃ জ্বলে উঠিল"?

"আসিল কি ঋতুরাজ পুনঃ ধরাতলে?
নতুবা মারুতভরে কেন দেহ জ্বলে?
শুনেছি মলয়াচলে ভুজঙ্গেরা দলে দলে
পড়ে থাকে অবিরল মলয়জ-তলে,
তাই কিরে প্রভঞ্জন মাখা হলাহলে?"

সচিবের আশীর্ব্বাদ—প্রশস্তিও শত
লাভ করি ফুল্লমনে আসিলাম গেহে।
মনেতে আসিল গর্ব্ব, আশা সোহাগিনী
প্রসাধিতা হ'য়ে মর্ম্মবীণ বাজাইয়া
আমার যশের গাথা লাগিল গাহিতে।

বিদ্যাসাগর।

কবিতার পাণ্ডুলিপি যতনে বহিয়া
'সাগর' দর্শন তরে গেলাম ছুটিয়া ;
সেই মহাপুরুষের শান্তিস্নিগ্ধ রূপ
প্রতি অঙ্গ চক্ষু হ'য়ে লাগিল দেখিতে।
শুধালেন—"কেন বাবা, আসিয়াছ হেথা ?"
বলিলাম ধীরে "আসিয়াছি, নরসিংহ,
পুণ্যতীর্থ আঁখি ভরি' করিতে দর্শন।
আসিয়াছি ওই পদে করিতে প্রদান
আমার কাব্যের, দেব, দুইটি কুসুম।
দয়া করি' শ্রুতি পাতি করিলে শ্রবণ,
পরম পীরিতি লাভ করিব জীবনে।"
আমার কবিতা সিন্ধু-বক্ষে তুলেছিল
আনন্দের ঢেউ, তুলেছিল চিত্তে মম
অব্যক্ত হরষ-রাশি কাঁপায়ে ধমনী।
সেই দিন স্নেহ দিয়া বাঁধিয়া আমায়
করিলেন মহাহর্ষে আপনার জন।

বঙ্কিমচন্দ্র

জীবনের দুর্গাপূজা, আনন্দ উৎসব,
সেই দিন—সেই দিন ভুলিবার নয়—
সে দিনের সব কথা এখনও পরাণে
প্রতিধ্বনি উৎপাদিয়া বেড়াইছে ছুটি'
সুরেশ, জ্ঞানেন, আমি তিনটি সখায়
গেলাম যেদিন হর্ষে 'বঙ্কিম'-সকাশ ;
সেইদিন যে আনন্দে ভরে'ছিল মন
এখনও সে হর্ষগন্ধ হয় অনুভূত।
পুরুষকারের মূর্ত্তি, প্রতিভা উজ্জ্বল,
জ্যোতির্ম্ময় দুনয়ন, সে নয়ন হ'তে
বাহির হইতেছিল স্বর্গীয় পুলক।
বন্ধুদ্বয় পূর্ব্ব হ'তে ছিলেন জানিত,
অভাগার মুখখানি প্রতিভার কাছে
নিতান্ত নূতন, যদিও সে মুখ'পরি
নবীনতা একদিনও পাতেনি আসন,
আমি তাঁর 'প্রচারের' গোপন লেখক
এই কথা জানাইল প্রথমে 'সুরেশ' ;

নাম শুনে কাছে বসি কোমল আদরে
বরষিতে লাগিলেন আপ্যায়িত সুধা।
আমার কবিতা তাঁর লাগিয়াছে ভাল,—
মনে প্রাণে সাড়া দিয়া উঠিল গরিমা—
বদনে সরম তার বুলাইল তুলি,
রোমান্সে, বাস্তবে মাখা যাহার হৃদয়
ধরিল জগৎচক্ষে মোহনিয়া ছবি,
জাগাইল বাঙ্গালীর অলস পরাণে,
মাতাইল যুবকেরে স্বদেশপীরিতে,
বুঝাইল গীতাধর্ম্ম সরল ভাষায়।
হতাদর অবজ্ঞাত কৃষ্ণ কেশবের
বিভূতি-ময়ূখমালে ছড়াইয়া দিয়া
দেখাইল কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণের শকতি;
মনে মনে বলিলাম, "সাহিত্য-সারথি,
বঙ্গগগনের তুমি পূর্ণ শশধর,
আমরা স্তিমিত তারা জ্বলিব কেবল।"

* * * *

বঙ্কিমের মৃত্যুতে

কে কোথায় সমরস আছিস্ রে ভাই,
আয় সবে, কণ্ঠ ছাদি' কাঁদি উভরায়।
গ্রাসিয়াছে মৃত্যুরাহু স্নিগ্ধ চন্দ্রমায়,
বঙ্কিম-সাহিত্য-শোভা এ জগতে নাই।
পতিত জাতির আশা, হে দেব মহান্,
হেম কল্পনার হারে চিন্তামণি-মালা
যতনে বিজড়ি তুমি, করেছিলে আলা
যে বঙ্গভাষায়, সেই এবে ম্রিয়মাণ।
সুরেশ্বরী কণ্ঠহার দূরে নিক্ষেপিয়া
কাঁদে দেবী সূর্য্যমুখী, জনকের লাগি'
ছায়াময় স্বপনের পুরীতে বসিয়া
নীরবেতে ঢালে অশ্রু আয়েষা অভাগী।
রাবহীন রোদনের ভীম প্রতিধ্বনি
হানিছে হৃদয়মাঝে ভীষণ অশনি।

* * * * *

সুচিন্তা, সুকল্পনা দুটি সহোদরা
বড় ভালবেসেছিল তোমার হৃদয়,—

কবিতায় কুসুমিত অমর-আলয়
সুরপুরী-বিমোহনী রাগিণীতে ভরা—
সেই তারা দেবলোক করি' পরিহার
আসিত প্রাণের সনে করিবারে কেলি।
পীযুষ আসক্তি ভরা দুটি আঁখি মেলি',
দুটি দেবকন্যা সহ, করিছে বিহার ;
আজি তারা নীলাকাশে প্রাণের বেদনে,
শুভ্র জ্যোৎস্নার পাখা করি সঞ্চালন
বীণাকণ্ঠে মর্ম্মব্যথা করিছে ঘোষণ
পাগলিনী দুটি সখী তোমার বিহনে।
প্রাণময়ী প্রতিকৃতি কে সৃজিবে আর ?
চ'লে গেলে, রে'খে গেলে চির হাহাকার।
ধূলায় ধূলার দেহ হয়েছে মিশ্রিত,
মৃগমদ-মাখা সেই অনন্তের প্রাণ
সপ্তস্বর্গ মাঝারেতে এবে বিরাজিত,
দেব-আত্মা মুগ্ধ, যার শুনি বেণুগান।

মৃত্যু আজ মৃত, দেব, পরশি' তোমায়,
জীবনের স্বপ্ন হ'তে হ'য়ে জাগরিত
আলোকিছ দেবরাজ্য আপন প্রভায়।

চন্দ্র গেছে; রেখে গেছে মধুর কিরণ,
যাহে বিভাসিত আজ এ বঙ্গ ভবন।

দেশবন্ধুর তিরোভাবে।

হে পঞ্চম, হে সুন্দর, প্রতিভা-শেখর,
বঙ্গাকাশ-ধ্রুবতারা, মালিন্য-বর্জ্জিত,
অভিশপ্ত বাঙ্গালীরে করিতে উদ্ধার
দেখা দিয়ে চলে গেলে, ছ'লে গেলে মা'য়
উত্তাল তরঙ্গ তুলি ওই অত্যাচার,
স্ফীত বক্ষে বেলা'পরি পড়িছে আছাড়ি,
চূর্ণ করি জননীর কমনীয় দেহ।
ছিলে তুমি—কেমনটি ছিলে তুমি ভাই ?
তোমা ধনে নিরমিয়া, পুনঃ হত বিধি
কেড়ে নিল জননীর শূন্য করি কোল।
দুর্দ্ধর্ষ তরঙ্গগতি বীরের মতন
বুক পেতে দাঁড়াইয়া ধরিবার বল
কেমনে যে লভেছিলে, বুঝিতে অক্ষম।
দান শৌণ্ড, দাতাকর্ণ পুরাণ আখ্যান,
কর্ণরূপী চিত্তবান্, চিত্ত সহৃদয়
মার পূজা করিবারে হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী

বসিলে কঠোর ধ্যানে, উঠিল কাঁপিয়া
বঙ্গের রুধিরপায়ী সহস্র দানব।
এই হতভাগ্য দেশে ছিল যারা বড়,
তাদের মর্য্যাদা বুঝি যাইল টুটিয়া
শঙ্কা করি, আক্রমিতে লাগিল তোমায়।
চক্ষে আসে জল, সখা, চক্ষে আসে জল;
ছিল এক মীরজাফর, নবীভূত হয়ে
শত মীরজাফর বঙ্গে হাসিয়া বেড়ায়।
তোমারে করিতে ছোট কত ধুরন্ধর
চেষ্টা করেছিল, প্রিয়, প্রেতমূর্ত্তি ধরি'।
নির্ব্বিকার, তুচ্ছ কথা তোল নাই কাণে।
ছিল লক্ষ্য দেশের কল্যাণ, ছিল লক্ষ্য
একতার স্বর্ণতারে করিতে বন্ধন
হিন্দু আর মোসলেমে সুদৃঢ় মিলনে।
হে তেজস্বী, ছিলে না ব্রাহ্মণ তুমি, তাই,
উচ্চকণ্ঠে উপবীতী ব্রাহ্মণের দল
তোমারে করিতে হীন করেনি কি, হায়,
শত চেষ্টা ? হে তাপস বিশ্বমিত্র,
বিশ্বামিত্র সম ছিলে তুমি তপঃসিদ্ধ।
বুক খালি করা সুরে কেঁদে কেঁদে বলি—

ব্রাহ্মণ, তোমার সম কে ছিল ব্রাহ্মণ
সত্যনিষ্ঠ, সর্ব্বত্যাগী, অনুরক্ত-প্রাণ ?
ছিলে তুমি নীলকণ্ঠ ; হাসিমুখে, সখা,
পিয়েছিলে হলাহল ; অম্লান বদনে
নবনীলকণ্ঠ তোমা ভাবি হিমালয়
গৌরীধামে গৌরীবামে রেখেছেন ধরি।
তুমি নাই এ কথা ত করি না বিশ্বাস—
অমৃতের খনি তুমি, তোমার চরণ
মরণ করিতে স্পর্শ আসিবে কেমনে ?
ঐ তুমি বিদ্যমান্ 'সাগর গাথায়',
এ কথা নিশীথে শুনি পাপিয়ার মুখে,
তোমার প্রাণের সুর আলাপে বিহগ।
ব্যবহারতত্ত্ব মাঝে তোমার নৈপুণ্য
এখনও দেখায় তার বলক্ষ প্রতিভা।
দাসত্বের পুটপাকে গঠিত হৃদয়,
জড়ত্ব বিদূর তার করিতে, প্রেয়ান্,
এখনও নিযুক্ত আছে মুক্ত আত্মা তব।
অনুগ্রহ-ভিক্ষাপ্রার্থী সারমেয়সম
তোষামোদ পুচ্ছটীর মৃদু বিধুনন
নিরখিয়া চক্ষু তব আসিত ভিজিয়া।

যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলে, ভাই,
এখনও সে হোম-শিখা হয়নি নির্ব্বাণ ;
এখনও হোমাগ্নি-রাশি বিচ্ছুরিয়া প্রভা
বাঙ্গালীর হীনতায় করিতেছে নাশ।
ওগো ত্যাগী, ওগো যোগী, আজিকার দিনে
লহ এই ভ্রাতাটির শ্রদ্ধা-উপায়ন।
গুণগ্রাম উপলব্ধি করিবার বল
যদি দিয়া থাক, দেব, তবে কি আমরা
তুমি নাই ব'লে আজ হতেম ব্যাকুল ?
তুমি আছ, তুমি রবে অশরীরী রূপে ;
যে সুধা দিয়াছ ঢালি বাঙ্গালীর ঘরে
সেই সুধাপান-স্পৃহা আমাদের হয়
যদি কভু, এ দাস-বংশের তরে
নাহি রবে হেয় ভাব, অচিরে তাহারা
শিখিবে গো দাঁড়াইতে পদভর দিয়া।
সামান্য স্বার্থের লাগি আত্ম-মর্য্যাদায়
জলাঞ্জলি দিয়া ভাবি—হলেম কৃতার্থ।
মনে করি অপমানে চন্দন-প্রলেপ,—
ওই কাঁদে দেশবাসী 'অন্ন অন্ন' করি,
কর্ণ নাই, আত্মসুখ করি অন্বেষণ,

জল বলি মরীচিকা সদা করি পান।
উদাত্ত আরাবে যার নিখিল সংসার
উঠেছিল বিকম্পিয়া,—শরক্ষেপে যার
বিদ্ধ হ'য়ে পরিপন্থী ছুটাছুটি করি
মন্ত্রণা-আগার মাঝে পশিল গোপনে,
কাঁদ বঙ্গ, কাঁদ রাণি, জননি আমার,
এমন দুলাল তোর না আসিবে আর।
এসেছিল শ্রীগৌরাঙ্গ, কতদিন পরে
এ 'চিত্তে'র হয়েছিল শুভ আবির্ভাব ;
'তিলক' ভারত-প্রভা তিরোহিত হ'লে
পরিস্ফুট হয়েছিল 'মহাত্মা'-শকতি।
ছিলে তুমি মহাত্মার হৃদয়ের আলো,
ছিলে তুমি মহাত্মার ভীম প্রহরণ,
নির্ব্বিকার মহাত্মার নয়ন ফাটিয়া
তোমা তরে অশ্রুজল হতেছে বাহির।
কি করিব ? জড়তায় জড়িত হৃদয়,
শক্তি নাই, এ দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীর মনে
মর্য্যাদার হোমানল কে জ্বালাবে আর ?
দৃঢ়তা তোমার ছিল অদ্রির সমান
যার বক্ষে প্রাণ-প্রভা হইল নির্ব্বাণ।

হে চিত্ত, হে কবি ভ্রাতা, বঙ্গ-সুসন্তান,
সম্মুখে আমার অশরীরী আত্মা তব
বিরাজিত ওই ; দেখ দেখ, চেয়ে দেখ,
লক্ লক্ ধক্ ধক্ ওই শিখা জ্বলে।
এ নহে সুলভ অশ্রু, এ যে প্রাণ-ফাটা
নির্ম্মল পবিত্র ধারা—গোমুখী-উচ্ছ্বাস।
দাঁড়াও সম্মুখে, দেব, তব মৌলি 'পরে
ঝর ঝর অশ্রু-ধারা করি বরিষণ।

একোনসপ্ততিতম বয়সের কোলে
শ্রান্ত দেহটিরে মম করিয়া স্থাপন,
একটু বিশ্রাম তরে আজি অভিলাষ।
এসেছি অনেকদূর, যেথা যেতে হবে
অচিরে সে স্থানে গিয়া হব উপনীত।
আসিয়াছিলাম, বিশ্বে মরকতময়
এ সৌন্দর্য্য এতদিন করিনি লোকন।
উদ্যানে কুসুম-শোভা, বিমুক্ত প্রাঙ্গণে
নৃত্যপরায়ণ ওই শস্যের নর্ত্তন,
সূর্য্যকরে ঝলমল জ্বলিছে বিটপ।

আমার তিন্তিড়ীতরু যার মূলে বসি,
করিয়াছি চিরদিন কাব্যের সাধনা,
কি অপূর্ব্ব ছবি তার নিরখি নয়নে।
নব কিশলয়ে তার মণ্ডিত শরীর,
পবনের পরশনে গলিত পুলক
আমার এ তনু'পরে পড়িছে ঝরিয়া।
বার্দ্ধক্যের চিহ্নগুলি প্রতি অঙ্গ জুড়ি'
পরিস্ফুট হইতেছে প্রতি লহমায়।
তবু চিত্তে বিলাসিনী প্রেয়সী কল্পনা,
উর্ব্বশীর রূপচোরা, যাবক-চরণা,
কুসুম-কুন্তলা সখী, কলালাপে সদা
কুঞ্জে তার, লয়ে মোরে, কত রঙ্গ করে।
যৌবনের ইন্দ্রজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া
যে এসেছে স্থাবির্য্যের পাণ্ডুর সীমায়,
সেই তো বুঝিতে পারে জীবন কেমন!
চিরন্তন মধুমাস, শৈশব-জীবন—
বৈচিত্র্যে, মাধুর্য্যে যাহা ছিল ভরপূর—
আনন্দের মল্লিরাশি, সদা সুশোভিত,
নিঙারিয়া বিভাসের সমগ্র বিলাস
হৃদয়ে রাখিত করি' নব তপোবন।

শৈশবের স্মৃতি, নিকষের অঙ্গমাঝে
উজ্জ্বল রেখার সম, একটি আধাটি
এখনও এখনও চিত্তে আছে বর্ত্তমান।
মিলিতাম বটমূলে সখাদের সনে,
সাম্য আসি কোলে তুলি' লইয়া সবারে
সমতার মহামন্ত্র শুনাতো যতনে।
বটের ধরিয়া ঝুরি খাইতাম দোল,
স্মরণে এখনও প্রাণে উঠে সে দোলোনি,
"রাজু"দিদি দূর হ'তে করিয়া চীৎকার
বলিতেন "থাম্ থাম্, প্রাণটা খোয়াবি।"
কি আনন্দ ছিল প্রাণে, হর্ষের পাথারে
ডুবাডুবি খেলিতাম সখায় সখায়।
বুড়ীর বাগানে বসি' সেই আমচুরি
হায় চুরি!
জ্ঞানী তার চৌর্য্যসংজ্ঞা করুক বাখান—
পরদ্রব্য হরণেরে বলে এরা চুরি,—
"অয়ং নিজঃ পরোবেতি" ছিল না এ জ্ঞান;
বুড়ী যে বাসিত ভাল, খাইলে আছাড়
ছুটে এসে কোলে তুলি' করিত আদর,
পাছে পড়ে যাই বলে দিত সে ধমক।

ছড়াতাম আম খেয়ে আঁটিগুলি যত
আঙ্গিনাতে তার, সে যে হাসিত কেবল।
সে বুড়িয়া নাইরে যে—সে বুড়িয়া নাই—
অত বুকভরা স্নেহ, ছিল বল কার ?
সন্তান ছিল না তার, আমাদের মুখে
এঁকেছিল বৎসলতা মায়ের সমান।
মহাদ্যুতি ভাস্কর মহান্ তস্কর,
তবু তার তস্করতা কাহারও নয়নে
পড়ে না তো ; উল্লসিত তাপসের দল
উদিত তপনে করে উদার-বন্দনা।
মনোহর রসচোরা উদগ্র আদিত্যে
অপহৃতা নদী করে কত আরাধনা,
শীর্ণা তটিনীর স্তবে প্রসন্ন হইয়া,
প্রাবৃটে প্রগাঢ়রূপ করে রবি দান।

সেই বাল্যকাল যবে প্রাণের ভিতরে
সতত উল্লাস-ময়ী মাধবী সুন্দরী
প্রীতির সাচ্ছন্দ্য-লীলা করিত বিস্তার
প্রসন্নসলিলা সেই জাহ্নবীর বুকে
দল বেঁধে প্রদোষেতে দিতাম সাঁতার

খেলিত নদীর বুকে অনন্ত হিল্লোল,
উল্লাসে পরাণ-বধূ করিত নর্ত্তন,
ভট্টির প্রথম শ্লোক আবৃত্তি করিয়া,
অকাতরে লুটিতাম শান্ত প্রসন্নতা।
বাল্যসখা সেই 'ব্রজ' নাহি এ জগতে,
নাহি 'জ্যোতির্ম্ময়,' নাহি 'যোগেন' সুন্দর,
'লালদাদা,' 'হরিদাস,' 'বিনয়,' 'গগন,'
'শরৎ,' 'অক্ষয়,' 'রাধু,' একে একে সব
চির বিশ্রামের ঘরে করেছে গমন।
পুরাণ বান্ধব মাঝে কে কে আছে বেঁচে ?
আছে বেঁচে "গুরু" ভায়া, তিন যুগ পরে
দেখিয়া তাহারে, গেলাম লইতে বুকে,
মনে করিলেন সখা গাম্ভীর্য্য তাঁহার
এইবার হল বুঝি তূর্ণ কূপকাৎ।
আলাপনে প্রথমেই আরম্ভিল সখা
গীতা-পঞ্চদশী-কথা, জগৎ অধ্যাস।
ব্যাকরণ-রিক্ত জিহ্বা, লাগিল বমিতে
গীতার অমৃত শ্লোক, কাণের মাঝারে
শত দামামার ধ্বনি উঠিল বাজিয়া
ভগ্নপদ কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া।

হায় গীতা, চিত্ত শুদ্ধি না হয়েছে যার
তার মুখে তব বাণী সহ্যের বাহির ;
অজীর্ণ কবিতাচয় ছন্দহীন হ'য়ে
লুটোপুটি সমুখেতে লাগিল করিতে।
আসিল নয়নে জল, ভাবিলাম মনে
আত্মপ্রবঞ্চক নর বিশ্বের মাঝারে।

পরপারে উপনীত হইবার তরী
সুসজ্জিত ক'রেছেন, দেখা'য়ে আমায়
তুলিলেন সংসারের সুখদুঃখ-কথা।—
এখনও দুইটী কন্যা ঘাড়ের উপর,
গত বর্ষে উদ্বাহিত করিয়া তনয়ে
পাঁচটী হাজার মাত্র করেছি সংগ্রহ,
গৃহিণীর ইচ্ছা ছিল দরিদ্র কন্যায়,
না লইয়া পণ, দেন বিবাহ সন্তানে।
বধূটি হয়েছে কালো, তাই নিয়ে ভাই
দিনরাত অশান্তির বাজিছে দামামা,
পুত্র চান যতিব্রত করিতে গ্রহণ,
অস্বস্তি গৃহিণী-মুখে পেতেছে আসন,
ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ ভাঙ্গা 'সারিন্দির'

তুলিয়াছে অশান্তির মূর্চ্ছনা কেবল।
সুন্দরী গৃহিণী মম ছিলেন যৌবনে,
চোখেতে বিদ্যুৎ-দাম আছিল প্রচুর,
বসোরা-গৌরব ওই গোলাপ সুন্দরী
চুপি চুপি ঢেলে দিত লাবণ্য তাহার,
স্বাস্থ্যভরা প্রেয়সীর যুগল কপোলে
লোলুপ অধর মম কত ছুঁতা করি'
প্রেমের প্রয়াগতীর্থ করিত রচনা।
সেই তিনি, সেই আমি, সেই বৃন্দাবন,
এখনও মথুরা খুঁজে বেড়াইছে মন।—
হায় রূপ, হায় রূপ, রূপধোয়া জল
কত যে মেখেছি গায়, সীমা নাহি তার।
জীবন-সন্ধ্যায় ছায়া বাড়ে, ব্যবধান
তারও যেন, কলেবর হয় দীর্ঘতর,
কাছে থেকে দূরত্বের নাহি পাই সীমা।
এই সেই কৌমারের সখাটি আমার
লক্ লক্ জ্বলিতেছে, হয়েছে হৃদয়
বিশ্বের সৌন্দর্য্য-কাটা কীট বিষময়।
হায় গীতা, পঞ্চদশী, চিদাকাশে যার
জ্যোতির্ম্ময় মুখপ্রভা না পড়ে ছড়ায়ে

তার দৈন্য, হেয় ভাব, মাপের বাহির।
এই ত শিক্ষিত সখা, কেন শিক্ষা তবে
পারিল না মনুষ্যত্বে করিতে বিকাশ,
পারিল না হৃদয়েরে করিতে মঞ্জুল ?
ভোগস্পৃহা দিন দিন হতেছে বর্দ্ধিত,
ভোগস্পৃহা এ জাতিরে করিতেছে ক্ষীণ,
ত্যাগে নর লভে ভূমা, ত্যাগে জাতি বলী।
জড়তা বিনাশ বল করিবে বা কিসে,
ত্যাগের নিশিত বাণ বুকেতে তাহার
যদি নাহি হানে যত বৈরাগীর দল ?
চোখে আসে জল ওগো, চোখে আসে জল,
ম্রিয়মান এ জাতির রক্ষক কি নাই ?

পাঠিকা,

আমার এ অভিব্যক্তি শৃঙ্খলাবিহীন,
কি কথা বলিতে গিয়া বলিতেছি কি যে,
এলোমেলো বলিতেছি—তবু আঁখি ভিজে,
কি কথা বলিতে গিয়া বলিতেছি কি যে—
ই'থে নাহি শরতের পিরীতির কথা,
মানস-উদ্যানে গিয়া মন লোফালুফি।
ই'থে নাহি তরুণীর সোহাগ গলিত,
চুম্বনের রাগ-লেখা বধূর কপোলে।

সাহিত্যিকা

সাহিত্যিকা

অনুকৃতি করে যারা, দণ্ডবিধি কভু
তাহাদের পাপরতি, হেয় দুর্ব্বলতা
নাশিবার তরে, বাহির করে না তূণ
তূণীর হইতে তার—তাই অনুকৃতি
লাজের বসনখানি দূরে ফেলে দিয়া
কবিকুঞ্জে বেড়াইছে কত সাজ করি।
রবির প্রধান চেলা কিনিতেছে নাম,
অক্ষম পত্রিকা-নেতা জোর কলমেতে
কত ভঙ্গী করি তারে তুলিছে উপরে।

বাদল রজনী; কবি একা ঘরে শুয়ে
ভাবিতেছে মনে মনে রূপের ভাবনা।

ঘরে তার নাহিক ঘরণী। বিরহের
দারুণ বেদনা ফুটাইছে প্রাণমাঝে
গুড়-বিলাসিনী বোল্‌তার স্মৃতীখিন হুল।
বাদল মনের দুখে রিণিকে বাদন
বাজাইয়া করিতেছে মল্লার আলাপ।
বিশ্বের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনের তরে
চপলা মেঘের দ্বার ধীরে উঘাটিয়া
যেমন হ'তেছে বা'র, অমনি সেক্কেলে
নারীস্বাধীনতা-দ্বেষী দুর্ম্মদ পর্জ্জন্য
ত্রিভুবন কাঁপাইয়া উঠিল গরজি।
হেনকালে কে যেন বা কেয়াগুচ্ছ লয়ে
আঘাত করিল দ্বারে, খুলিয়া দুয়ার
আলো ধরি দেখে কবি, অপূর্ব্বসুন্দরী
সিক্ত নীলাম্বরে তনু করিয়া আবৃত
এসেছে দুয়ারে, কেতকীসুবাস-সম
পীরিতি-সুবাসে তারে করিতে মোহিত।
ঝাঁপিয়া উঠিল প্রাণে আলিঙ্গন-স্পৃহা,
অধর উঠিল কেঁপে অধরের লাগি।
আরম্ভিল যজ্ঞ। হেসে বলে সুভাষিণী
"Darling, darling, I am in a fix"

পীরিতি বাদলে আজি হয়ে গেল mix.
হায় কাব্য, হায় কবি, হায় অনুভূতি,
রস বটে প'ল ঝরি প্রেমের গুহায় ;
কিন্তু কাব্য দগ্ধ হ'ল কামের অনলে।

ভাব চুরি, ভাষা চুরি চলেছে সবেগে,
সেও চায় ওই স্থানে করিতে বিহার
যেই স্থান প্রতিভার পূর্ণ অধিকার।
সৌন্দর্য্য আকর্ষে প্রাণ। রূপসীর রূপ
ক্ষুধার্ত্ত আঁখির তৃষা বাড়াইয়া চলে।
অন্য কথা ছেড়ে দাও, স্বয়ং রবীন্দ্র—
("শেষের কবিতা" যার অমূল্য রতন—
শ্লেষ যার ছুটিতেছে উল্কার সমান
বুকে ধরি অনলের উজ্জ্বল উত্তাপ—
এ হেন রবীন্দ্র) জ্ঞানদাস-কুঞ্জে পশি
বেমালুম হরে নিল দুইটি লাইন
বৈষ্ণবের কন্থা-ঢাকা পেটারী হইতে।
বমাল দিতেছি ধরি ;—হে গোঁড়ার দল,
এস' না বৃদ্ধের কাছে লগুড় লইয়া—
তোমাদের হতে আমি ভকত রবির।

"প্রতি অঙ্গ তরে কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"

এ লাইন,

কবিতার রসে ভরা সাকল্যের ধন ;
চুরি নহে, চুরি নহে, এ কম কবিতা
চাঁদের কুমুদ-সুধা চুরির সমান।
সুষমায়, চারুতায়, সৌন্দর্য্যেতে ভরা
রবির সৌন্দর্য্য-বোধে প্রাণ উঠে ফুলে,
ও কবি, ও বিশ্ব-চোর, লও নমস্কার,
প্রকৃতির ঘরে তুমি সিঁধ দিয়ে থাকো।

বীরবল-নামধারী বঙ্গ-জুনিয়াস—
আমরা যাহারে জানি প্রমথ বলিয়া—
কুব্জা সনেটের কুঁজে বুলাইয়া হাত
করে দিল খাড়া যেই, হায় হত বিধি,
Ricketty molar তার "শনির" সৈনিক
খোঁচা দিয়ে ফেলে দিল নির্ম্মম হইয়া।
বহিতে লাগিল রক্ত ; ভকত-নিচয়
মুখ তাকাতাকি করে বজ্রাহত হ'য়ে।
ধ্যান যার তেলাপোকা, কচি কচি মূষা
হেন এক ধুরন্ধর বাঁধিয়া কোমর

প্রমথর বেদনায় প্রলেপন দিতে
ছুটে এল দেবভাষা উচ্চারণ করি।
হা প্রমথ, পুঁথিনাড়া সখাটি আমার,
পড়িয়া শনির চক্রে হ'লে হতমান।
সুজনই সজনী বটে। দুই হাত দিয়া
মণি ঘাঁটে, মুক্তা ঘাঁটে, কখন আবার
মুকুতার মালা গাঁথি ঝুলায় গলায়।
মণির বিবরে কভু ব্রাহ্ম খোঁচা দিয়া
বাহির করিয়া রস, কল্লোলের শিরে
ঢেলে দিয়া হেসে উঠে খিল খিল করি।

ওই শনি,

নাসিকা ঢাকিয়া—'লাস্যনিক' কবিটির
অর্থহীন রং মাখা কবিতাবালায়
বিবসনা করি হেঁকে বলে—ভয় নাই,
সরমে না বাহিরে বেদনা—নহে নারী।
নারীবেশে ক্লীবমূর্তি এই পাঁচপেচী,
তবু এর মুগ্ধকরী আছেক শকতি।
আঁখিতে সুরমা টানি, পিঁধি পেশোয়াজ
ভাবিনীর মূর্ত্তি ধরি (রবি) প্রতিভার সনে
পাতাতে 'বেগুণ ফুল' মাঝে মাঝে ছোটে।

সাহিত্যে এসেছে কবি—এসেছে লেখক,
ওই রবি গায় গান অনুভূতি-মাখা,
উদ্বুদ্ধ ভাবের রাশি বুকেতে ধরিয়া
মাধুর্য্যে ডুবিয়ে থাকে জ্ঞান হারাইয়ে।
ওই প্রাণ মেতে ওঠে—জেগে ওঠে যেন,
আকাশ নন্দিনী যবে গভীর নিশায়
আমার 'দ্বিজু'র গান গোপনে শুনায়।
চণ্ডীদাস-মধুরতা লভিয়া 'কিরণ'
পিপাসিত প্রাণে ঢালে শীতল অমিয়।
'মোহিত', অমর কবি, এ জাতির আশা
প্রতিভা-শিশিরে স্নাতা কবিতাসুন্দরী
ঢালিছে সাহিত্য-বুকে মন্দার-সুরভি।
সাহিত্যের রস পানে রুগ্ন, ভগ্ন মন
নূতনতা লাভ করি উঠিবে জাগিয়া।

মহাসাধনায় সিদ্ধ মনীষী শরৎ
মথিয়া মানস-সিন্ধু তুলেছেন দেখ
'কমলা'র চারুমূর্ত্তি কত্র "বিজয়ায়"।
ওই তার কিরুরাণী—মনোরমা বালা—
বুকে ধরি সাহারার দারুণ পিপাসা

কক্ষভ্রষ্ট উল্কাসম চিদাকাশ ব্যাপি—
ঘুরিল যে ; অমৃতের পরিবর্ত্তে কবি
'দিবাকর' হাত দিয়া তৃষিতা 'কিরণে,'
কেন লালসার বীজ খাওয়াইলে, সখে ?
মনে তার ছিল পাপ। প্রেম-পাগলিনী
সংযমের কাছে গিয়া চেয়েছিল প্রেম—
'উপেন' সংযমমূর্ত্তি—'সুরো'র সোহাগ।
উপেক্ষার বজ্রে তার ভেঙ্গেছিল বুক,
তবু সে বুকের ব্যথা অতি সন্তর্পণে
রেখেছিল লুকাইয়া হৃদয়-গুহায়।
"এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাহিক তোমার
কুন্তী যদি, তারা যদি সতী হ'য়ে থাকে,
আমার কিরণ-রাণী সতী-শিরশোভা।"
কিরণের হৃদয়ের রত্নরাজি দেখি
ক্ষোভে রত্নাকর, শুন, উঠিছে গরজি।
নির্ম্মল শরৎচন্দ্র আছিলে সুজন,
কলঙ্ক-পশরা মাথে চাপা'য়ে কিরুর,
ললিত কলার বুকে বসাইয়া ছুরি,
কলঙ্কী শশাঙ্ক নাম কিনিলে সুলভে।

*   *   *

ওই বঙ্গ সাহিত্যের তৃতীয় সম্রাট্,
বুকের ভিতরে যার পণ্ডা পুঞ্জীকৃত—
তবু তার রুচি কেন দুর্গন্ধেতে ভরা ?
কণ্ঠে ধরি বিশ্বকবি রবির মাদুলী
'শান্তি' যবে বা'র হল—অধ্যয়ন-কালে,
দেহের কঙ্কালগুলি করি উতরোল
সমস্বরে মহারোলে উঠিল বলিয়া,—
"হাড় যদি না হইয়া হইতাম বাণ,
নরেশের বুক পানে যেতাম ছুটিয়া।"
হায় লজ্জা! হে নবীন নরেশ সুন্দর,
প্রতিভায় পরিম্লান করিতেছ কেন ?
না ঢালি চম্পকবাস 'সুষমার' বুকে
ঢেলে দিলে মদনের গরল নির্য্যাস ?
হা নিষ্ঠুর,
শক্তি তব ভক্তি টানে, রুচি টানে ঘৃণা,
আশা বলে হেসে হেসে "বয়সের দোষ,
কোন এক বরষায় দেখিবে, হে কবি,
প্রতিভা-মাধুরী ওঁর বিথারি' পেথম
বিমুগ্ধ করিবে যত বঙ্গীয় পাঠকে।"
তোমার শ্যামিকা যত "অগ্নিসংস্কারে"

পুড়ে গেছে। বিচ্ছুরিছে কনকের ভাতি
তৃতীয় সম্রাজ্ঞী তব, প্রতিভা সুন্দরী।

*　　　*　　　*

"হুতুম" দেখায়ে গেছে, আছিল রেয়াজ
মাহেশের স্নানযাত্রা হ'লে উপস্থিত
সাথে করি বন্ধুয়ায় বন্ধুরা তখন
রতি-স্নানে স্নাত হ'য়ে যেতেন মাহেশ,
অর্জ্জন করিতে ধর্ম্ম পরম হরষে।
কোন এক রসপ্রিয় অর্থহীন জন
না পাইয়া গণিকায় পিসিমায় ধরি
বলেছিল "চল পিসি, পুণ্য কিনে আনি।
গুণ্ঠনে ঢাকিয়া মুখ বসিও নৌকায়,
মাঝে মাঝে হেসো শুধু।"
সেই দিন, সেই দিন আসিয়াছে ফিরে,
নবীন লেখক দল না পেয়ে প্রেমিকা
বৌদির প্রেমসরে লুকায়ে লুকায়ে
ডুব দিয়ে প্রাণ ভরে পিতেছে পীরিতি।
লেখিকাও আজি তার কাঁচুলি-কষণ
খুলে দিয়ে দেখাইছে নবীন পাঠকে,
বলিতেছে—এই দেখ "স্বর্গের দুয়ার"।

শরতের যত শোভা, সরোজার বুকে
ফাল্‌গুনের যত সুখ পবন-হিল্লোলে,
তাহা হ'তে কত সুখ, নির্ম্মল হরষ
আনে চিত্তে উরজের আতপ্ত পরশ।
দূরে যায় অবসাদ—জড়িমা পলায়,
নব জাগরণ প্রাণে ছুটায় চপলা,—
হে প্রাণেশ, ত্বরা আসি বাঁধ বাহুডোরে,
শিহরি উঠুক দেহ মধুর কম্পনে,
সুখের নির্ঝরে প্রাণ ভাসাব তোমার,
অধরে ঢালিয়া দিব দ্রাক্ষার মদির,
রতির কুহর হ'তে বাহিরিয়া কাম
বলিবে "চুম্বন, ইহা অতি পুরাতন,
প্রাণ ভরি সুধারাশি করহ লেহন।"

* * *

রুচি যদি অরুচির সঙ্গ করে ত্যাগ,
কচি কচি বৃত্তিগুলি চিত্ত-কুঞ্জবনে
ফুটে উঠি হৃদয়েরে করে রমণীয়,
জুগুপ্‌সা চলিয়া যায়, হাসে হিতৈষণা।
জেগে ওঠে ঐক্যভাব, মাৎসর্য্য পালায়,
ধর্ম্মবুদ্ধি নীতি সনে করে রসকেলি,

পরের বেদনা দেখে ছোটে তার ব্যথা
সান্ত্বনার প্রলেপন কক্ষেতে বহিয়া।
গ্রন্থকার—নাহিক অভাব বঙ্গে তার—
মহাবলী 'বীরবল', রসাল 'সুরেশ',
'গড্ডলিকা' বিনির্ম্মাতা ধারাল 'পরশু'—
হীরকময়ূখদীপ্ত, গীতারসপায়ী,
নিষ্ঠাবান্‌, সুচরিত, তাপস 'হীরেন',
চিন্তার নির্ম্মল উৎস, ওই "মতিলাল"
'প্রবর্ত্তকে' সাধু পন্থা দেখায় দুর্ব্বলে।
পঞ্চবটী করি ত্যাগ "সোণার খাঁচায়"
ওই বসে 'সীতাদেবী' বিদ্যাঞ্চিতা নারী,
লীলায়িত বনানীর শ্যাম-উর্ম্মি সম
বিশ্বপ্রেম প্রাণে যার নাচিয়া বেড়ায়।
ও পাঠিকা! ওই দিকে ফিরাও নয়ন!

* * *

ওই বসি কবিকুঞ্জে ভাবুক 'মোহিত'
হাতে ধরি তুলিকায় উষা-আস্য হ'তে
আহরিয়া সপ্তবর্ণ, র‍্যাফেলের মত,
চিত্রিছেন নিসর্গেরে; প্রতিচ্ছবি তার
মানস-ফলক মাঝে উঠিছে ফুটিয়া।

অরণ্যের শ্যামলিমা, নভের নীলিমা,
চাঁদের মধুর হাস্য, নন্দনের শোভা
তোমার কাব্যের মাঝে করি দরশন।
বিজলিরে জ্যোৎস্নায় মিশাইয়া কবি
রচি শিখরিণী, রসপ্রিয় ভাবুকেরে
পিয়াও মাধুর্য্য-সুধা, হাসি হাসি মুখে
তুমি আমি সমরস ; জানি না তোমায়,
তবু যেন চিনি ব'লে কভু মনে হয়।

উর্ব্বশীসৌন্দর্য্য-চোরা 'লীলা'র নগেন্দ্র
বুড়া, তবু রসগুঁড়া তোমাদের তরে
ছড়াইছে দিন দিন—ওগো ভাবময়ি,
রসাভাসহীন সুধা প্রাণ ভরি পিয়ে
ভোগমগ্ন জীবনেরে করহ সার্থক।
কি তুলি ধরেছ, সখা, চিত্রগুলি তব
নহেক পরাণহীন। নিশাকালে তারা
কেহ গায়—কারো ক্ষুব্ধ হৃদয় হইতে
ব'হে আনে নিরাশার জ্বালাময় শ্বাস।
প্রেমিকার অভিব্যক্তি শ্রবণে পশিলে
ভেসে উঠে শুষ্ক চিত্ত হরষ-প্লাবনে।

করুণার উৎস-ভরা পরাণ তোমার
ব্যথাক্লিষ্ট কত মর্ম্মে দেয় সুধা ঢেলে !

একাগাড়ী-সহচর ডিপুটী 'সুরেন',
রসের ফোয়ারা যার পরাণের মাঝে
বিধাতা আপন হাতে করেছে স্থাপন,
বক্রোক্তি যাহার নহে তীব্রতায় ভরা,
প্রতি শ্লেষে রাগিণীর তাল, মান, লয়,
আরোহি মূর্চ্ছনা-বুকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
পশিয়া প্রাণের মাঝে সৃজে অপূর্ব্বতা,
রুচি যার মাধুরীর নিত্যসহচরী,
এমন সুরেন কেন নিভৃতে পড়িয়া ?

কি যেন হারায়ে ফেলে কারে দূরে ঠেলে
ভাবোজ্জ্বল সখা মম 'প্রভাতকুমার',
চিত্তে যার একখানি ঘনাগ্নি রাজিত,
সেই সখা কলগানে কত মর্ম্মগাথা,—
কত ভগ্ন হৃদয়ের বেদনা-পরশ,
প্রেমভরা হৃদয়ের সুকুমার ভাব,—
চুম্বনের পাত্রে তুলি না ডুবায়ে তবু

পাঠকের বুক-মাঝে করিছে স্থাপন।
কোথা সে 'সমাজপতি', ওই পড়ে 'সাজি'
চন্দ্রমল্লিকায় ভরা, সুরভি যে হার
এখনও পরাণে আনে মধুরে টানিয়া।
তুমি নাই, তাই আজ যদৃচ্ছ লেখক
সাহিত্যের কুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়া
মর্দ্দিছে কুসুমকলি,—স্বৈরিতা তাদের
নিরখিয়া নিরুপায়ে ডাকি ভগবানে।
উমাপতিরসম শব্দময় কবি
মাসিকের বক্ষে সদা লিখিছে কবিতা।
দীঘল্ শবদ আর ছন্দের ঝঙ্কার,
তাই আজ হইয়াছে কবিতার প্রাণ।
তুমি যদি থাকিতে হে, চালাতে চাবুক,
তা হইলে ভাবময়ী কবিতা সুন্দরী
মাড়োয়ারী নারী সম পোষাক পিঁধিয়া
অস্পৃষ্ঠু মণ্ডনজালে হইয়া বেষ্টিত
শব্দময়ী হয়ে বালা হ'ত না বাহির।
ইচ্ছা হয় এক পাত সিন্দূর কিনিয়া
অলীকে ঘসিয়া দেই নিষ্ঠীবন দিয়া।

  

সঙ্গে লয়ে নিখিল মাধব-সমারোহ,
নবীন চম্পক-স্ফূর্ত্তি, পিক-কুহরণ,
বিকচনলিন-শোভা, হর্ষের পরশ,
অমিয়ক্ষরণী-হাসি শরৎ উষার,
উর্ম্মিলার হৃদয়ের বেদন-স্পন্দন,
পতিহীনা বিধুরার বেদনার ছবি,
ধরিত্রীর শ্যামপ্রোত অপূর্ব্ব গরিমা,
উর্ব্বশীর যৌবনের ফুটন্ত মাধুরী,
নিঙাড়ি অশনিপ্রাণ—অশনি-কার্কশ্য,
বীণার ধৈবতখানি করি আহরণ,
ওই কবি বিশ্বকবি, যার গীত শুনি
ইংলণ্ডের চোর কবি সমাধির মাঝে
জেগে উঠি শুনিছেন সুষমার রেশ,
তিনি আজ প্রতীচ্যেরে উদ্বুদ্ধ করিতে
দ্বারে দ্বারে ঘুরিছেন আশা বুকে ধরি।
অভিসারিণীর বেশে বরষা-নিশায়
তোমার প্রতিভা, কবি, যে রসিক জনে
ধরিতে আগ্রহে যায় সেই রসময়ে
ধরিতে কি পশ্চিমের জাগিবে ব্যগ্রতা ?
কেতকী-গন্ধেতে তার না টোটে স্বপন,

বরষা-মেদুর বায়ে বুকের উপর
সে যায় ধরিতে চাপি উজ্জ্বল উত্তাপে।
রূপে ডুবি অরূপের রূপ দরশন—
এ যে ছিল ঋষিদের গুপ্ত অভিনয়,
ভোগের অটল শৈল রাখিয়াছে চাপি
যে পশ্চিমে, নহে সে ত সুধার ভিখারী ;
তৃষ্ণা তার, ক্ষুধা তার হয়ে উন্মাদিনী
অতৃপ্তির দুয়ারেতে করিছে আঘাত।
আপন করিতে পরে কর আকিঞ্চন,
কেহ নাই তোমার নিকটে, সখা, পর,
কিন্তু ওরা পর হয়ে জন্মেছে সংসারে,
পরত্বের বৈজয়ন্তী ভারতের বুকে
উড়াইয়া গরিমার বাজাইছে ভেরী।
তারস্বরে কোটীকণ্ঠ বলিছে সদাই
"ওগো পর, ওগো পর, হও আপনার।"
এ পর হবে না, কবি, কভু আপনার।
অমেয় শকতি তব, অসম্ভাব্যে তুমি
সম্ভবের গণ্ডী-মাঝে হয়তো বা কভু
আনিয়া সাফল্য-সুখ করিবে অর্জ্জন।
কুক্কুর-বালধি—তারে ঋজু ভাব দিতে

কেহ যে পেরেছে তাহা করি নি শ্রবণ।
শক্তি আছে পশ্চিমের,—পশুর শকতি,—
কেশরী যে ভাবে রাজা সে ভাবে পশ্চিম।
সিংহ বল, ব্যাঘ্র বল, কোন ক্ষতি নাই—
দরিদ্রেরে কভু সে গো টানিবে না বুকে।
বাস্তবেরে ভেঙ্গে চূরে অবাস্তবে লয়ে,
ভাষারে স্বপ্নের ভাষা যতনে শিখায়ে
যে সৌন্দর্য্য-প্রাণ তুমি কর প্রতিষ্ঠান,
তাই যেন মূর্ত্তি হয়ে, ছড়ায়ে লাবণ্য,
গুনগুনি আলাপিয়া মধুর রাগিণী
পরাণের রসবতী অনুভূতি জনে
সেই ভাবে ডাকে, ওগো সেই ভাবে ডাকে
কৃষ্ণ-বেণু শ্রীরাধায় ডাকিত যে ভাবে।
কাব্যের গতিটি ধরি পিছু পিছু তার
রস যদি নাহি ছুটে রসিকার বেশে,
তবে সে কাব্যের তনু কঙ্কালের স্তূপ।
কাব্যে রসাভাস যার ভাসিয়া বেড়ায়
তার কবিতার রূপ, হায়রে কপাল,
প্রসাধিতা চারু চোরা স্বৈরিণীর সম—
রূপ আছে, এই রূপে লাবণি না ঝরে।

অনুভূতি দিয়া শুধু, হে কবি, তোমার
অনিন্দিতা কবিতার দেখি রূপরাশি।
কবিতার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করি,
বিশ্বরাজ্যে অবিরাম মাধুরী ছড়ায়ে
সৃজিছ প্রমাতা-হৃদে পরম পুলক,
শিখেছ ফুলের ভাষা, ফুলের সংগীত ;
চিরধ্যানপরায়ণা নীরবতা সতী
তোমার বীণার তানে বিমুগ্ধ হইয়া
তোমারে ইঙ্গিতে ডাকে করিতে আলাপ ;
ধবল গুণ্ঠন তার ধীরে উঘাটিয়া,
চুপি চুপি কাণে কাণে তার মর্ম্মব্যথা
তোমারে শুনায়ে করে সার্থক জীবন।
ওগো কবি, ওগো ধ্যায়ী—ভারত-গৌরব,
শান্তি-জলে পরিপ্লুত কর পশ্চিমেরে,
আধামোছা প্রকৃতির প্রতিকৃতিখানি
তোমার তুলিকা-স্পর্শে হয়েছে নূতন,
চিত্রকর ভবভূতি, পটুয়া Heine
রূপ দিয়া প্রকৃতিরে করেছিল বড়,
কিন্তু, কবি, তব দানে অমিতা মাধুরী
প্রকৃতির অঙ্গ হ'তে হতেছে বাহির ;

বিধাতার চাঁদিমার চারুতা উপেখি'
তোমার "উর্ব্বশী" ধনে বুকেতে বসাই।

* * *

প্রসাদহীনতাদুষ্ট এ কাব্যমালায়
পাঠক কি পরিতুষ্ট হবেন আমার?
যার কবিতার বন্যা দুর্ব্বার প্রতাপে
চটুল-মাতঙ্গে লয়ে গেল ভাসাইয়া,
ভাসাইয়া লয়ে গেল 'বিহারী' 'অক্ষয়ে',
ডুবাইল হেমচন্দ্রে, তার কাব্যধনে
পরিহরি কে পড়িবে, মন প্রাণ দিয়া,
এই মম অচিক্কণ, তিক্ত ব্যঙ্গ লেখা?
ডুবে নাই, ডুবিবে না আছিল যাহারা
প্রেমচন্দ্রকান্ত-প্রভা তাদের বুকের
একখানি সমুজ্জ্বল মেঘে ঢাকিয়াছে।

* * *

স্মৃতির প্রাণের সখা, যশের দায়াদ
অভিনয়ে এ বঙ্গের আছিল 'গ্যারিক',
চৈতন্যের প্রেমাসার হৃদয়-সাগরে
পূর্ণ করি, চিত্তহীন ভক্তিহীন নরে
মুক্তহস্তে ঢেলে দিয়া নিবারিত তৃষা,

কোথা সে পাগল কবি গিরীশ আমার ?
এনেছিল এই বঙ্গে নবীন জীবন ;
পাঠকের সমুখেতে ধরেছিলে, সখা,
জীবনের উচ্চতর সুন্দর আদর্শ,
অতীন্দ্রিয় শক্তিমালা করিয়া প্রয়োগ
তাই চায় বুঝিবারে বঙ্গের পাঠক
দুর্ব্বোধ্য, দুষ্পাচ্য যত জটিল হেঁয়ালী—
বুঝিল না, তবু তারে হইবে বলিতে
"অতি উপাদেয়,"—ভাণ আর প্রতারণা
হরিতেছে অহর্নিশ চরিত্র-শকতি ।
কবিতা তোমার এখনও পরাণে ঢালে
ভক্তি-শিখরিণী অকপট অশ্রুধারা,
গণ্ড বহি' বক্ষস্থল দেয় ভাসাইয়া,
রক্ত করবীর, সখা, মন্দার-সুরভি
কাব্যে তব নাই, জাতি, যূথী, চন্দ্রমল্লী
ছড়াইছে পরিমল অকাতরে, ভাই,
ছড়াইবে পরিমল বঙ্গে চিরদিন ।

যে প্রেমের পরিণাম যখন তখন
অধর-পল্লব হ'তে চুম্বন-চয়ন,

নিশিশেষে নালে ঝোলে, কাঁচা ফলারের
খোরাটির মত, ঘুমন্ত অধরপুট—
আহা সেই পুট হ'তে, বুঝিয়া সুযোগ,
সপসপি চুম্বনের ফলার রচনা,—
এই জুগুপ্সিত প্রেমে বঙ্গ টলমল।
সাহিত্যে, কবিত্বে, চিত্তে এ বিকট প্রেম,
জ্বালাইছে অবিরল মদন-আগুন,
বিল্বমঙ্গলের সান্দ্র অটুট প্রণয়
যে প্রেমের অন্তরেতে আছিল লুকান—
অব্যয়ের গুপ্ত কথা—সেই প্রেমধন
তুমি ছড়াইয়াছিলে, দাতাকর্ণ-করে।
আত্মার পিপাসা নর ভক্তি-রস দিয়া
যদি না বারণ করে, কি লাগিয়া তবে
এসেছে বিশ্বের মাঝে নররূপ ধরি ?

ওই ছায়া, ওই রঙ্, ওই রামধনু,
ওই মৃদু শিশুআস্য হাসিতে-মাখান,
ওই রমণীর মুখ, ফুল্ল শতদল,
প্রত্যেকের মূলে আছে পরম সুন্দর।
সাধনা-বিমুখ প্রাণে কামনা-জঞ্জাল

স্বার্থ আর আত্মসুখে দিতেছে প্রশ্রয়,
স্বার্থ সদা হৃদয়ের কম করুণায়—
সম বেদনায়—করিতেছে নির্য্যাতন,
পঙ্কিল হৃদয়ে ; মৌন অশ্রু ঝরিতেছে
গতিহীন বিবেকের যুগল নয়নে।
যে প্রেমে প্রাণেরে করে দুর্ব্বল, অলস
সেই প্রেম অবসাদে পড়ে মূরছিয়া
পশুবৃত্তি চরিতার্থ হইবার সাথে।
এ প্রেম পশুর প্রেম, এ প্রেমের মূলে
প্রেম-সাধনার শক্তি থাকে না কখন ;
কামগন্ধহীন প্রেম, হয়ে ঘনীভূত,
ভক্তিমূর্ত্তি ধরি চিত্তে হয় প্রকটিত।
এই ভক্তি করে যোগ আত্মার সহিত
সুন্দর, মঙ্গলময় পরম আত্মার।

অদূরে গিরিজানাথ, কথা সাজাইয়া
ফেনাইয়া, ফুলাইয়া, ইনায়ে বিনায়ে,
চিত্রিল না কভু তার কবিতামালায়।
কবিতারে লাজহীনা করি, লইল না
সুনীল নিচোলখানি বলেতে কাড়িয়া,

পরা'ল না পেটিকোট, নাহি পিঁধাইল
বিদেশিনী ভাবিনীর মোহন বসন।
সুপক্ক দ্রাক্ষার রসে ডগমগ গাথা
পরাণে ঢালিয়া দেয় স্নিগ্ধ পরিমল।
প্রতি ছত্রে লুক্কায়িত রসের কণিকা
বুলায় সুখের তুলি শিরায় শিরায় ;
এমন মাতনি ওগো, এমন গাঁথনি,
এমন মল্লিকা-মধু, চম্পক-সুবাস,
এমন ঊষার রাগ, রূপের ভঙ্গিমা
আষাঢ়ের ক্ষেত্রে যেন শস্যের নর্ত্তন।
ও গিরিজা, উপেক্ষিত সখাটি আমার,
দূরে নীহারিকা-গলে মালা দুলাইয়া,
দুর্ব্বোধ্য, অপেয় রসে করিয়া রসিত,
ফুটালে না কভু তব কবিতা-বয়ন ;
সীতার নয়নজলে মাখান কবিতা
হৃদয়ের মাঝে, সুখের বেদনা রচি'
একটি করুণ সুর করে আলাপন ;
পেলবতাময়ী ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা
উপরতা প্রেয়সীর মধুভরা ছবি,
নিরখিতে আবেশেতে ঢলি পড়ে আঁখি,

আধস্বপনেতে দেখি সোনার কমল
মানসসরস-মাঝে উঠিয়াছে ফুটি।
হায় বৃদ্ধ,
কারে আর শুনাইবে কবিতা তোমার ?
সে যে গেছে—চলে গেছে—তার স্মৃতি
এখনও এখনও তোমা রেখেছে জীবিত।
এখনও সে প্রেমরস-উক্ষিত কবিতা
বিগলিত ক'রে প্রাণে আনে অতি ধীরে
অন্তরের অন্তস্তলে রসের জোয়ার।
ছড়াইয়া চিদালোক সান্দ্র আঁধিয়ার,
বক্ষঃ ভেদি চ'লে গিয়া কলাবতী-সনে
কলালাপ করি', অনির্ব্বচনীয় বাদ
শুনায়ে পাঠকে দাও পরম-পুলক।

সাহিত্যের অরণ্যানী মাঝে যত তরু
কালের কুঠারাঘাতে হয়েছে পতিত,
শুধু তুমি দাঁড়াইয়া প্রাচীন কালের
সাক্ষিরূপে রহিয়াছ—হে মহাবিটপী,
"অক্ষয়" সার্থক নাম, সর্ব্বগ্রাসী কাল
হরিতেছে অহর্নিশ কত মহারথে,

হয়তো তুমিও যাবে দুইদিন পরে,
রেখে যাবে, হে অক্ষয়, অক্ষয় গরিমা।
বঙ্গের শ্যামলবক্ষে, হে বৈদুর্য্যমণি,
চিরদিন স্নিগ্ধ আলো করিবে প্রদান,
সভাসমিতিতে তব তেজস্বিনী ভাষা,
খর প্রবাহিনী সম, সমগ্র শ্রোতায়
ভাসাইয়া লয়ে যায় আনন্দ-সাগরে।
টোরির রাগিণী-সুধা যতনে আহরি
ঢেলেছ সিরাজ-বুকে, প্রিয়দরশন,
ভাষা তটিনীর বুকে চারু বীচিমালা
প্রতিভা-ময়ূখরাগে যথা উদ্ভাসিত।
ওই দেখ, চেয়ে দেখ, মহম্মদী বেগ
সিরাজের বুকে করে কুঠার-আঘাত;
পড়িল সিরাজ ওই ধরার উপর,
আমিনার হাহাকারে ভরিল ভুবন।
সেই যে কেঁদেছে বঙ্গ, সেই যে কাঁপুনি
থামেনি থামেনি, সখা, এখনো থামেনি।
সহস্র সিরাজ বঙ্গে করে বিচরণ,
ততোধিক মির্জাফরে ছেয়েছে ভুবন।

*　　*　　*

নব জীবনের সেই সব্যসাচীসম
রসোৎপল প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক,
উদাস্ত অক্ষয়—সেও বঙ্গে নাহি এবে,
তার সেই "চানাচুর" দপ্তরের 'চাঁদ'
পড়ে আছে ; কেহ নাহি পরশে তাদের।
তারে বড় মনে পড়ে, মনে পড়ে তারে,
তার সেই পরিহাস সরস বচন।
হে অক্ষয়, হে পঞ্চম, সাহিত্য-অরণ্যে
বলীয়ান্ সর্জ্জসম ছায়া বুকে ধরি
চিরদিন এই বঙ্গে করিবে বিরাজ।
আজ যেন কত কথা আসিতেছে মনে,
ভোলাসম খোলা প্রাণ সেই 'চন্দ্রনাথ'
শকুন্তলাতত্ত্বে যার মহিমা প্রকাশ,
সে যে ছিল বিনয়ের মধুর মুরতি,
সে যে ছিল সারল্যের মধুমাখা ছবি,
প্রহ্লাদের ভকতির একটু কণিকা
সাধনাতে তার যেন পাইত প্রকাশ।

'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র সেই রস-মাতোয়ারা
চন্দ্র নাই, জ্যোৎস্নায় প্লাবিছে ভুবন,

'সেই মুখখানি', সখা, 'সেই মুখখানি'—
মানস বনের তব উর্ব্বশীর হাসি—
সেই হাসি সেই মুখকমল হইতে
নিভিল যখন, সেই দিন ভুনয়নে
বহিল যে অশ্রুধারা, সেই ধারাগুলি
মুক্তারূপে শোভিতেছে মাখিয়া অঙ্গেতে
তোরি, সখা, তোরি, সখা, হৃদয় রুধির।

চৌধুরী অক্ষয়,
যাহার মৌক্তিকমালা কণ্ঠে ঝুলাইয়া
ইচ্ছা করে এ বার্দ্ধক্যে মন-লোফালুফি
করি গিয়া, কেলি-কুঞ্চিকার কুঞ্জে পশি।
"ডগর ডাগর ফুটেছে টগর,
গোলাপ প্রলাপ বাড়ায় মনে,
চামেলীর ফুল হেসেই আকুল,
কেতকী কত কি সোহাগ জানে।
আমার হৃদয় আমারই হৃদয়,
বেচিনি ত তাহা কাহারও কাছে;
ভাঙ্গা চোরা হোক্, যা হোক্ তা হোক্,
আমার হৃদয় আমারই আছে।"

এ যে নব চণ্ডীদাস ছড়াইছে মধু ·
বিলোল-বিলাস-ভরা এমন মাধুরী,
বিধুরার হাহাকার প্রাণের বেদন,
Vincia Monalisa উঠেছে ফুটিয়া।
সব পাঠকের মন করিয়া যে চুরি
ধরিয়া রেখেছে, সখা, সোনার পিঞ্জরে,
তাই তুমি উপেক্ষিত। অমর ঈশান
লুকায়েছে কোন্ খানে, না পাই সন্ধান।
নিরাশার ঝঞ্ঝাবাত কত দিনরাত
ভগ্নচেতা ঈশানের বুকের উপর
বহেছিল, কেঁপেছিল সাহিত্য-উদ্যান।
কোথা সেই 'মন্দাকিনী'? মন্দাকিনী-রব
এখনও শৈলের শিরে বেড়াইছে কেঁদে।
'যোগেশ' যোগেশ নয়, যোগেশ ঈশান
বসায়েছে তীক্ষ্ণ ছুরি আপন উরসে।